মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ছিটমহলের বিক্ষোভ

ছিটমহলের বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন কমিশনের বিরুদ্ধে। সরাসরি কমিশনের এনুমারেশন ফর্ম নিতে অস্বীকার করলেন। তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি বিএলও-রা

কমল তাপমাত্রা

কমল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ২০ ডিগ্রির নিচে পারদ। এখনই শীতের সম্ভাবনা নেই। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। শুক্রবার থেকে উপকূলের জেলাতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

ক্ষতবিক্ষত বাঙালি শ্রমিকের দেহ উদ্ধার মুম্বইয়ে রেললাইনে

ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে যাত্রিবাহী ট্রেন ও মালগাড়ির সংঘর্ষে মৃত ১০

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৬০ ● ৫ নভেম্বর, ২০২৫ ● ১৮ কার্তিক ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 160 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 5 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

জনস্রোতে গণপ্রতিবাদ

আম্বেদকর মূর্তি থেকে জোড়াসাঁকো। ৪ কিলোমিটারের মহামিছিলে জনস্রোত। নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ নেতৃত্ব ও অগণিত কর্মী-সমর্থক।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সামনে পথ

এগিয়ে চলো থেমো না
হও বরাভয়, ভেবো না
সামনে পথ— গড়ো ভবিষ্যৎ
কে কি বলল, তাকিও না
কাজ করে যারা, এগিয়ে চলে তারা
ব্যর্থ যারা দীর্ণ তারা
শুধু দোষ ধরা, এদের জীবনে খরা
নেই কাজ নেই কর্ম
ভুল ধরাই যাদের জীবনের ধর্ম
ব্যর্থ হোক বাধা, জীবন হোক সাধাসিধা
সত্যের জয় হবেই, মিথ্যা বিদায় নেবেই
'হোক মঙ্গল' সমাজে সবার
জীবন জীবনে তোমার আমার।

মৃত জাহির মাল ও মোহন শেখ।

একটাও ন্যায্য নাম বাদ দিয়ে দেখুক বিজেপি! চ্যালেঞ্জ নেত্রীর

প্রতিবেদন : এসআইআর বিরোধিতার সুর আরও চড়ালেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোড়াসাঁকোর প্রতিবাদ সভা থেকে তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে উল্টে দেব বিজেপি সরকার। নেত্রীর স্লোগান— আমার ভোট আমার অধিকার। এদিন রেড রোডে বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সেখান থেকে শুরু হয় প্রতিবাদ-মিছিল। প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ হেঁটে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সামনে পৌঁছোন তাঁরা। সামনে সংবিধান বুকে নিয়ে হাঁটেন নেত্রী। পাশে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। একদিকে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ফিরহাদ হাকিম। রেকর্ড ভিড়ের এই ঐতিহাসিক প্রতিবাদ-মিছিল ঝড় তুলে দিল কলকাতার বুকে। গোটা রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে থেকেছেন শুধুমাত্র এই মিছিলকে সমর্থন করতে। ছিলেন টালিগঞ্জের কলাকুশলীরাও। দলের বাকি নেতা-মন্ত্রী-সাংসদেরাও সঙ্গে হেঁটেছেন। আর ছিলেন লক্ষ লক্ষ কর্মী। ছিলেন বিভিন্ন ধর্মগুরুরাও।

জোড়াসাঁকোর মঞ্চ থেকে বাংলার মানুষকে আশ্বস্ত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভয় পাবেন না। অফিসিয়াল বিএলও-দেরই তথ্য দিন, সবাইকে দেবেন না। আপনি ধরুন বাড়িতে নেই। (এরপর ১২ পাতায়)

ছাব্বিশে বিজেপিকে শূন্য করার ডাক অভিষেকের

প্রতিবেদন : এবার বিজেপিকে শূন্যে নামাতে হবে। যোগ্য জবাব দিতে হবে বাংলাকে অপমানের। মঙ্গলবার ঠাকুরবাড়ির মাটিতে দাঁড়িয়ে শপথ নেওয়ার ডাক দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোড থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মহামিছিলের পর মঞ্চ থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গর্জে উঠলেন, যাঁরা বাংলাকে বঞ্চনা করছেন, যাঁরা মানুষকে রিমোট কন্ট্রোলের মতো চালনা করছেন, বাংলা দু'মাসের মধ্যে তাঁদের অপমানের জবাব দেবে।

অভিষেকের সাফ কথা, বিজেপিকে এবার শূন্যে নামাতে হবে। মাত্র ১০টা আসনের জন্য সরকারটা রয়ে গিয়েছে। বাংলায় ৪২টা আসন তৃণমূলকে দিলে দিল্লিতে সরকারটা থাকত না। এসআইআর চক্রান্তের প্রতিবাদে মঞ্চ থেকে একযোগে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক এদিন আগামীর লড়াইয়ের টার্গেট বেঁধে দেন। (এরপর ১২ পাতায়)

এসআইআর আতঙ্কে ফের দুই আত্মহত্যা

প্রতিবেদন : এসআইআর-আতঙ্কে এবার জোড়া মৃত্যু বাংলায়। আগরপাড়া, ইলামবাজার, জামালপুর, ডানকুনির পর এবার ঘটনাস্থল হাওড়ার উলুবেড়িয়া এবং মুর্শিদাবাদের কান্দি। মঙ্গলবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে এসআইআর-এর মূলপর্বের কাজ। তার আগেই এদিন সাতসকালে উলুবেড়িয়ার খলিসানির মালপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম জাহির মাল (৩০)। পেশায় রাজমিস্ত্রি জাহির এসআইআর শুরুর খবর পেয়ে আতঙ্কে ছিলেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম না দেখতে (এরপর ১০ পাতায়)

২
৫ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

5 November, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৭০ চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। কৃতী ছাত্র, সফল আইনজীবী, বাগ্মী, জননেতা— এমন নানা অভিধাতেই তাঁকে ধরা যায়। চিত্তরঞ্জনের একমাত্র অভীষ্ট ছিল, প্রিয় স্বদেশের স্বাধীনতা। তাই দেশের মানুষ তাঁকে 'দেশবন্ধু' অভিধায় অভিহিত করেন। ১৯২০-তে নাগপুর কংগ্রেসের কিছু দিন পরের ঘটনা। বাড়িতে এসে স্ত্রী বাসন্তীদেবী ও ছেলে চিররঞ্জনকে দেশবন্ধু বললেন, 'জানি, তোমাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে, কিন্তু কী করব? আমি যে আর এর মধ্যে থাকতে পারছি না।' দু'জনেই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। আইনজীবীর পেশা ত্যাগ করলেন। চিত্তরঞ্জনের দান বাংলার সর্বত্র, নিজের ভদ্রাসনটি পর্যন্ত জাতির সেবায় রেখে গিয়েছেন তিনি।

১৯৭৪ নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী

(১৮৯৫-১৯৭৪) এদিন প্রয়াত হন। অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার অল্পকাল পরেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রায় শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। সেগুলোর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 'চিরকুমার সভা', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'শেষ উত্তর' 'সোনার সংসার' ইত্যাদি। মঞ্চে স্মরণীয় অভিনয় 'মিশর কুমারী', 'চন্দ্রগুপ্ত', চাঁদ সদাগর', 'বিজয়া', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি নাটকে। সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কার পেয়েছেন। ডিলিট পেয়েছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর অভিনয় জীবনের স্মৃতিকথা 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'।

১৮৮৭ বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়

(১৮৮৭-১৯৫৪) এদিন উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম যুগের রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব, ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নেতা এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী পুরুষ। দুই হাতে পিস্তল চালাতে পারতেন। রডা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জীবনের প্রায় সিকি শতাব্দী কারাগারে বন্দি অবস্থায় কেটেছে। ১৯৫২-তে বীজপুর বিধানসভা থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বিপিনবিহারীর ভাগনে।

@২০১৫ বিশ্ব সুনামি দিবস

আমাদের অলক্ষ্যেই বদলে যাচ্ছে পরিবেশ। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে যে কোনও সময়েই সুনামি আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা। যেমন ২০০৪ এর আচমকা সুনামিতে তছনছ হয়ে গিয়েছিল ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, তাইল্যান্ড। এমন অপ্রত্যাশিত সুনামি এলে কী করণীয়, সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৫ থেকে প্রতি বছর এই দিবস পালন করা হয়।

২০১২ যাত্রাসম্রাট শান্তিগোপাল পাল

(১৯৩৪-২০১২) এদিন চলে গেলেন। শান্তিগোপাল নামে পরিচিত হলেও তাঁর পোশাকি নাম ছিল বীরেন্দ্রনারায়ণ পাল। সবাই ডাকত শান্তিরাম বা শান্তিরঞ্জন বলে। অভিনয়ের প্রতি অসম্ভব ঝোঁকের কারণেই ছাত্রজীবনেই যাত্রাজগতে আত্মপ্রকাশ। অভিনয়ের শুরু নট্ট কোম্পানিতে। দীর্ঘ দিন ধরে এখানে কাজ করেছেন। পরবর্তী কালে নিজ উদ্যোগে গড়ে তোলেন এক নতুন দল— 'তরুণ অপেরা'। যাত্রাজগতে তাঁর অনবদ্য কয়েকটি পালা— লেনিন, কার্লমার্ক্স, আমি সুভাষ বলছি, মাও সে দঙ, ওথেলো, টিপু সুলতান।

২০১১ ভূপেন হাজারিকা

(১৯২৬-২০১১) এদিন সুরলোকে চলে গেলেন। 'মানুষ মানুষের জন্য', 'বিস্তীর্ণ দুপারে', 'আমি এক যাযাবর', 'সাগর সঙ্গমে'-সহ আরও অনেক জনপ্রিয় গানের স্রষ্টা। অসংখ্য জনপ্রিয় গানের কারিগর এই শিল্পীর দরাজ কণ্ঠে গাওয়া গানগুলো সব প্রজন্মের মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। ভারতীয় চলচ্চিত্র ও সংগীতে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৭৭ সালে ভারত সরকারের পদ্মশ্রী ও ২০০১ সালে পদ্মভূষণ লাভ করেন। মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হয় তাঁকে।

১৫৫৬ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ

এদিন আকবরের বাহিনী সম্রাট হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য ওরফে হিমুর বাহিনীকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধের ফলে নিভু নিভু করতে থাকা মোঘল সাম্রাজ্য নতুন করে জেগে উঠল। আর উজ্জ্বল শিখায় জ্বলতে থাকা হিমুর সাম্রাজ্য এক ঝটকায় সম্পূর্ণ নিভে গেল। দিল্লির মসনদে বসলেন মোঘল সম্রাট আকবর।

১৯০৫ ধীরাজ ভট্টাচার্য (১৯০৫-১৯৫৯)

এদিন জন্ম নেন। 'হানাবাড়ি' ছবিতে জয়ন্তের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। পুলিশ থেকে নায়ক হয়েছিলেন ধীরাজ।

কর্মসূচি

■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের উদ্যোগে বারুইপুর পদ্মপুকুর জেলা কার্যালয়ে আজ এসআইআর সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী-সহ আরও অনেকে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৪৭

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
	■	৬			■	৭	■
৮	৯	■	■	১০			■
■	১১		১২	■	■	১৩	১৪
■		■	১৫		১৬	■	
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			

পাশাপাশি : ১. নিয়মসম্বন্ধীয় ৩. অশেষ খ্যাতি বা যশ ৫. দীর্ঘকাল ৬. ব্যাংকের সিন্দুক ৮. আওয়াজ ১০. লম্পট, দুশ্চরিত্র ১১. খাজনা, রাজস্ব ১৩. (আল.) বোকা লোক ১৫. আলজিভ ১৮. প্রশংসনীয়, সাধুবাদের যোগ্য ১৯. ঠাট্টাতামাশা, মজা ২০. প্রতিদান।

উপর-নিচ : ১. রাতের খাওয়া ২. শোভাযাত্রা ৩. দেবতা, অমর ৪. বাণ ৫. তেতো স্বাদের ওষধিবিশেষ ৭. এলায়িত, শিথিল ৯. কৃপণতা ১২. নোংরা, কদর্য ১৪. জলকণা ১৬. সরোবর, পুষ্করিণী ১৭. বীর, শক্তিশালী ১৮. দেহ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৪৬ : পাশাপাশি : ২. কৃষ্ণাভ ৪. আয়স ৬. ঘাই ৭. রজনিপতি ৮. নিচোল ১০. গয়বি ১২. মকরালয় ১৩. পান্ডা ১৪. নাহক ১৬. গদানি।
উপর-নিচ : ১. দায় ২. কৃতনিশ্চয় ৩. ভরতি ৪. আইনি ৫. সরল ৯. চোখরাঙানি ১০.গয়না ১১. বিপাক ১২. মধ্যগ ১৫. হর।

৪ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২০৯০০
গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১৫০০
হলমার্কগয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৫৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৭৮৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)।

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.২৪	৮৬.০৩
ইউরো	১০২.৮২	১০১.২৫
পাউন্ড	১১৭.০১	১১৪.৭৮

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ফারাহা খান

■ শিল্পা শেঠী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

5 November, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৫ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

গাইঘাটার স্কুলের তিন শিক্ষককেই এসআইআরের কাজে বিএলও-র দায়িত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শিকেয় উঠেছে পড়াশুনা। তাতেই ক্ষুব্ধ খুদে পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা মঙ্গলবার সেই শিক্ষকদের স্কুলে আটকে বিক্ষোভ দেখালেন

জগন্নাথ 'ধাম' মামলা খারিজ করল হাইকোর্ট

প্রতিবেদন : কলকাতা হাইকোর্টে জোর ধাক্কা খেল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে ভিএইচপি-র দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে কেন 'ধাম' শব্দ যুক্ত করা হয়েছে, তাই নিয়ে এই মামলা দায়ের করেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ শাখা। এই

মামলায় ইতিমধ্যেই আদালতের তরফে অতিরিক্ত নথি দাখিল করার সুযোগ দেওয়া হলেও তা এখনও করা হয়নি— এই যুক্তিতেই এদিন মামলাটি খারিজ করে দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এদিনের শুনানিতে মামলাকারীকে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, নথি দাখিল করার জন্য আর কতবার 'শেষ' সুযোগ দেওয়া হবে? বারবার 'শেষ' সুযোগ দিলে তো 'শেষ' শব্দটি তার অর্থ হারাবে! তবে মামলাকারী চাইলে সম্পূর্ণ নথি দিয়ে নতুন করে মামলা দাখিল করতে পারেন বলে জানিয়েছে আদালত।

কমল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

প্রতিবেদন : কমল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলোতে ২০ ডিগ্রির নিচে নামল পারদ। যদিও তাতে এখনই শীতের আগমনের কোনও সম্ভাবনা নেই। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। এদিকে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ সরছে বাংলাদেশ উপকূলের দিকে। মায়ানমার ও বাংলাদেশ উপকূলে সমুদ্র উত্তাল থাকার জন্য মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। পরিষ্কার আকাশ। উত্তরবঙ্গেও মূলত পরিষ্কার আকাশ। কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। দার্জিলিং কালিম্পং, পার্বত্য এলাকায় সকালে ও রাতে কুয়াশার সম্ভাবনা। কলকাতাতেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের সামান্য নিচে নামল। সকালে খুব হালকা শীতের অনুভূতি। কোথাও কোথাও হালকা ধোঁয়াশা ও কুয়াশা দেখা যাবে।

সীমা ৫০ লক্ষ থেকে বেড়ে হল ৭৫ লক্ষ

বিচার বিভাগের নিজস্ব প্রকল্পে ব্যয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করল রাজ্য

প্রতিবেদন : বিচার বিভাগের নিজস্ব প্রকল্পে খরচ করার ক্ষমতা আরও বাড়াল রাজ্য সরকার। অর্থ দফতরের এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আইন ও বিচার দফতরের সচিব এখন থেকে কোনও নতুন প্রকল্পে সর্বাধিক ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন। আগে এই সীমা ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। এখন তা ২৫ লক্ষ বাড়ানো হল। তবে ব্যয় কার্যকর করার আগে সংশ্লিষ্ট দফতরের আর্থিক উপদেষ্টার অনুমোদন অপরিহার্য থাকবে।

নির্দেশিকায় আরও স্পষ্ট করা হয়েছে, ৭৫ লক্ষ টাকার বেশি খরচের ক্ষেত্রে আগের মতোই অর্থ দফতরের অনুমোদন নিতে হবে। অনুমোদন মিললেই তা খরচ করতে পারবে বিচার বিভাগ। এর আগে জুলাই মাসে বিভিন্ন দফতরের নতুন প্রকল্পে সরাসরি খরচ করার ক্ষমতা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল অর্থ দফতর। সেই নির্দেশ অনুযায়ী, পূর্ত, সেচ, পিএইচই ও পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরগুলির খরচের সর্বোচ্চ সীমা ৩ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু বিচার বিভাগ-সহ কয়েকটি দফতরের সীমা ৫০ লক্ষ টাকাই রাখা হয়েছিল। এবার তা বাড়ানো হল।

পুশ-আপে মাত অভিষেকের

প্রতিবেদন : এক-দুই-তিন করে চোখের পলকে তিরিশ! পুশ-আপে ৪ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হেলায় মাত করলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বালিগঞ্জে এন্টারপ্রিনওর'স অর্গানাইজেশন (ইও) কলকাতা-র অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে উদ্যোক্তাদের অনুরোধে সৌজন্যমূলক পুশ-আপ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন অভিষেক। সেখানে অতি-দক্ষতার সঙ্গে টানা ৩০টি পুশ-আপ দিয়ে বাকিদের পিছনে ফেলে দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে মূলত বাংলার নতুন প্রজন্মের শিল্পপতি ও উদ্যোগপতিদের সঙ্গে আগামী দিনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেন অভিষেক। সমাজমাধ্যমে এই আলোচনা-সভা নিয়ে সাংসদ লিখেছেন, আজ বাংলার শিল্প ও উদ্যোক্তা জগতের কিছু প্রগতিশীল মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করার সৌভাগ্য হয়েছে। ইও কলকাতা চ্যাপ্টারের লার্নিং ইভেন্টের এই আলোচনায় একটা সহজ সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল যে— বাংলা এখন এক নতুন অর্থনৈতিক জাগরণের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা যেভাবে পরিকাঠামো, মানবসম্পদ, উদ্ভাবন ও শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে— তা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি, আগামী দিনে বাংলা কীভাবে আরও বিনিয়োগবান্ধব ও উন্নয়নে নেতৃত্বদাতা রাজ্যে পরিণত হতে পারে, তা নিয়েও মতবিনিময় হয়েছে।

অভিষেক আরও লিখেছেন, আজকের আলোচনায় উঠে আসা সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক বিষয় হল— শিল্প ও সরকারকে আমরা ভিন্ন সত্তা নয় বরং অংশীদার হিসেবে দেখছি। একসঙ্গে আমরা এক নতুন প্রবৃদ্ধির কাহিনি লিখছি— যা অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং বিশ্বমঞ্চে প্রতিযোগিতামূলক। আগামী দিনে আমাদের স্পষ্ট লক্ষ্য— এমন এক বাংলা গড়ে তোলা, যা সুযোগ তৈরি করবে, উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে এবং আগামী দশকগুলিতে ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দ্রুত কলকাতায় আসছি দিদি দেখা হবে, মুখ্যমন্ত্রীকে শাহরুখ

প্রতিবেদন : শাহরুখের ৬০তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যুত্তরে দিদিকে লিখলেন কিং খান। জানালেন, দিদি, আমাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শীঘ্রই কলকাতায় যাব। দেখা হবে। অনুমান করা হচ্ছে শাহরুখ তাঁর আগামী ছবি 'কিং'-এর প্রচারে কলকাতায় আসবেন। আর তখনই দিদি এবং ভাইয়ের সাক্ষাৎ হবে। কিং ছবিতে নতুন লুকে শাহরুখকে নিয়ে উত্তেজিত তাঁর অনুগামীরা।

বাঙালি শ্রমিককে হেনস্থা মুম্বইয়ে রেললাইনে দেহ

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : আবারও ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু। নাম মোস্তাফা মিস্ত্রি। মুম্বইয়ে রেললাইনের পাশে থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করল রেল পুলিশ। তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সহায়তায় তাঁর কফিনবন্দি মৃতদেহ ফিরল সন্দেশখালিতে। পরিবারের দাবি, বাঙালি ও বাংলাদেশি বলে ওঁকে উত্যক্ত করা হত। বছর উনিশের যুবক মোস্তাফার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার সন্দেশখালি দু-নম্বর ব্লকের দুর্গামণ্ডপ এলাকায়। মাস ছয়েক আগে মুম্বইয়ে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিল। অভিযোগ, তাকে বিভিন্ন সময়ে বাঙালি ও বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। সেই আতঙ্কে সে-বাড়ি ফিরছিল। ১০ দিন আগে মুম্বই রেল স্টেশনের পাশে তার ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া যায়। একদিকে এসআইআর, তার মধ্যেই বাঙালি শ্রমিকদের মৃতদেহ ভিন রাজ্যে পাওয়ায় রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বাঙালিদের মনে। বিজেপি রাজ্যে বাংলাবিরোধী চক্রান্ত প্রকাশ্যে।

কমিশনের প্রতারণামূলক পদক্ষেপ হল এসআইআর

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন আসলে প্রহসন। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়ান। ডেরেকের দাবি, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই অসাংবিধানিক প্রতারণামূলক পদক্ষেপের পরেও তৃণমূল কংগ্রেস আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হবে। মঙ্গলবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি জানান, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১ এবং ২০২৪ সালে রাজ্যের বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল জয়ী হয়েছে। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভরসা করে। এর পরেই ডেরেকের তোপ, এসআইআর-এর নামে চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনগণকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বিজেপি ও কমিশনের এক্সট্রিমলি কমপ্রোমাইজড পদক্ষেপ ব্যর্থ হবেই।

তোপ ডেরেকের

কমিশনের চক্রান্ত, উত্তর হাওড়ায় বিএলও বিজেপি-ঘনিষ্ঠরা

সংবাদদাতা, হাওড়া : ফাঁস হয়ে গেল এসআইআর-এর নামে বিজেপি-কমিশনের সমস্ত চক্রান্ত! হাওড়ায় বিএলও'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একাধিক বিজেপি কর্মীকে। কমিশন-বিজেপির যৌথ ষড়যন্ত্রে একেবারে সক্রিয় বিজেপি কর্মীদের বিএলও বানিয়ে বৈধ ভোটারদের নাম বাতিলের চেষ্টা! এবার কী বলবেন বিজেপি নেতারা? কী সাফাই দেবে নির্বাচন কমিশন? বাংলাবিরোধী বিজেপি ও কমিশনের বিরুদ্ধে যৌথ ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সরব হয়েছেন হাওড়া (সদর) তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি ঘনিষ্ঠদের বিএলও হিসেবে কাজে লাগিয়ে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারদের নাম রেখে বিজেপি-কমিশনের সাহায্যে রিগিং করার ছক কষছে। উত্তর হাওড়ার ১৬০ নং বুথে বিবেকানন্দ

■ বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তিন বিএলও বীজেন্দ্র পান্ডে, বিবেকানন্দ পান্ডে, অশোককুমার সোনকার।

পান্ডে, ১৭১ নং বুথে অশোক কুমার সোনকার, ১৮৫ নং বুথে বীজেন্দ্র পান্ডেকে বিএলও করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই সক্রিয় বিজেপি কর্মী। একাধিক বিজেপি নেতার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ ছবি রয়েছে। ওই সমস্ত প্রমাণ-সহ নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। তাঁর দাবি, অবিলম্বে বিজেপি-ঘনিষ্ঠদের বিএলও'র দায়িত্ব থেকে সরাতে হবে! হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপাপ প্রিয়া জানিয়েছেন, অভিযোগ পেলে কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গণ-প্রতিবাদ

৪৮ ঘণ্টা আগে ঘোষণা। এসআইআরের প্রতিবাদ হবে। প্রতিবাদ হবে রাস্তায় নেমে। নেতৃত্ব দেবেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার রেড রোড ধরে ধর্মতলা ছুঁয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে জোড়াসাঁকোয় যখন পৌঁছলেন নেত্রী এবং নেতৃত্ব, তখন মিছিলের লেজ অন্তত হাফ কিলোমিটার দূরে। আক্ষরিক অর্থেই মহামিছিল বোধ হয় একেই বলে। নেত্রীর আহ্বানে কাতারে কাতারে মানুষ এসেছেন। এসআইআরের প্রতিবাদ করেছেন। বিজেপির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে স্লোগানে গলা মিলিয়েছেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে দেখা গিয়েছে মিছিলে। উপচে-পড়া ভিড় আর একবার প্রমাণ করল বাংলার মানুষ এসআইআরের নামে চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। বিজেপির এই চক্রান্ত রুখতে বাড়িতে বাড়িতে মানুষ তৈরি হচ্ছেন। এটা আসলে বিজেপিকে বার্তা। বাংলার মানুষের আশা-ভরসার স্থল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে শুধু মানুষ বিশ্বাস করেন তাই নয়, ভরসা করেন। তিনি কাছের মানুষ, অসময়ের মানুষ, বিপদের সময়ে পাশে দাঁড়ানো 'দিদি'। বাংলার বিজেপি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যতবার চক্রান্তের বীজ বপন করে তারা ততবার উপড়ে ফেলে দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। এই কারণেই তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

e-mail থেকে চিঠি

সকালেই বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে

কথায় বলে, মর্নিং শোজ দ্য ডে। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া দাস নির্বাচন কমিশনের প্রথম দিনের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিল তাদের এলেম কত। মঙ্গলবার শ্লথ গতিতে শুরু হল ইনিউমারেশন ফর্ম বিলি। রাজ্যের অধিকাংশ জায়গা থেকে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, প্রথম দিন এক-একজন বিএলও হাতে পেয়েছেন ১০ থেকে ১৫টি করে ফর্ম। আলিপুরদুয়ার জেলার বেশ কিছু জায়গায় বিএলওরা এদিনও কিট পাননি। আবার দুর্গাপুর এলাকার দু-একটি জায়গায় সাধারণ মানুষ তাঁদের বিএলওকে ফোন করায় তাঁরা কাজ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের জায়গায় অপর একজনের নাম দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে যোগাযোগ করলে, তিনি জানিয়েছেন এখনও হাতে অর্ডার পাননি। ফলে বিষয়টি নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমায় ফর্ম বিলি শুরু হয়নি। কারণ, ইনিউমারেশন ফর্ম বিএলওরা হাতে পাননি। ফর্ম বিলি শুরু হয়নি ধূপগুড়িতেও। সেখানেও একই সমস্যা। কোথাও ফর্ম ছেপে আসেনি বলেও কাজ শুরু হয়নি বলে জানা গিয়েছে। এরই মধ্যে কমিশন 'অন ডিউটি' নিয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় কাজ শুরু করলেন না পেশায় শিক্ষক শিলিগুড়ি বিএলও। যাঁরা কর্মসূত্রে বাইরে রয়েছেন, তাদের জন্য অনলাইনে ব্যবস্থা করেছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু আজ অনলাইনে ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন বহু মানুষ। এখানেই শেষ নয়। এরই মধ্যে মাথাভাঙার ডাংকোবা এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে ৪২৫ জন ভোটারের নাম। এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালের পর মাথাভাঙা-শিলিগুড়ি রাজ্যসড়কের ডাংকোবা এলাকায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রায় ঘণ্টাখানেক অবরোধ চলে। অবরোধের জেরে বন্ধ হয়ে যায় যান-চলাচল। পরে মাথাভাঙা থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়। বেশ বোঝা যাচ্ছে, আগামী দিনে এসআইআর নিয়ে কী হতে চলেছে!

—তনুশ্রী দাশগুপ্ত, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ওরা কী চাইছে? সংস্কার না বহিষ্কার

SIR কি এগোতে পারবে বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে? উত্তরের খোঁজে **চিরঞ্জিৎ সাহা**

"Dogs and Indians not allowed" ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন অভিজাত ক্লাবের দরজায় টাঙানো সেই বিভেদকামী সাইনবোর্ড আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে। শুরু হয়েছে ভারতবাসীকে তার মাতৃভূমি থেকে বের করে দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত। ভারতীয়রা আজ যেন নিজে ভূমে পরবাসী। প্রশাসনিক স্তরে আসছে নির্মম গেরুয়া ফরমান, "Dogs and Anti-bjps are not allowed." সার্বভৌম, গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক। ধর্মনিরপেক্ষতার লাশের ওপর ডিক্টেটরশিপের মরণকূপ গড়ে ওঠা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জিউস রক্ত নিয়ে নাৎসিদের খেলা হিংস্র হোলির ভয়াবহ স্মৃতিচিহ্ন এখনও টাটকা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। রক্তিম লালসার সেই ন্যক্কারজনক অভিশপ্ত অধ্যায়কেই আবারও ভারতবর্ষের মাটিতে পুনরাভিষিক্ত করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সত্যিই অদ্ভুত আঁধার এক এই ভারতবর্ষের মাটিতে আজ! প্রত্যেক ভারতবাসীকে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে এদেশের নাগরিক হিসেবে। আর না পারলে ঠাঁই হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। ঠিক যেভাবে নিজের অপছন্দের ইহুদিদের অস্তিত্ব মুছে ফেলে অনন্তকালীন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার চূড়ায় বিরাজ করতে চেয়েছিলেন হিটলার, তারই সুনিপুণ ভারতীয় সংস্করণ এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রে এ যাবৎকাল আমজনতার ভোটে নির্বাচিত হত সরকার। জনগণের আদেশ মেনে শাসক বসত সিংহাসনে। কিন্তু মোদির 'আচ্ছে দিন'-এর ভারতে নতুন দৃশ্য। ক্ষমতাসীন সরকার বিচার করবে আগামীতে কাদের হাতে থাকবে ভোটদানের অধিকার। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে গেরুয়া যন্ত্রমন্তরে নিজেদের মস্তিষ্ককে বিকিয়ে দেওয়া তোষামোদকারী অন্ধ অনুগ্রাহীগণ। 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?'— মিথ্যে প্রশস্তির ঊর্ধ্বে উঠে গলা চড়ালেই কেড়ে নেওয়া হবে নাগরিকত্ব। দেশ জুড়ে থাকবে না কোনও প্রশ্নের অধিকার। রাজ করবে শুধু শাসকের ফরমান। আর এই প্রবণতা প্রত্যক্ষ হয়,বিগত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রীর একটিও 'অবাধ সাংবাদিক সম্মেলন'-এ সম্মুখীন না হওয়ার মাধ্যমে। কোনও একটি চাকরির পরীক্ষার প্যানেলে ভুলক্রমে একজন অস্বচ্ছভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ক্যান্ডিডেট থাকলেই যদি পুরো প্রক্রিয়াটি বাতিল করা যায় কিংবা 'ঢাকি সমেত ঢাক বিসর্জন'-এর মানসিক ভারসাম্যহীন জিগির তোলা যায়; তাহলে এযাবৎকাল ভুয়ো ভোটার দ্বারা নির্বাচিত সরকারকেও অবিলম্বে বাতিল বলে ঘোষণা করার কথাই জানান দেয় যুক্তির নিরপেক্ষ দাঁড়িপাল্লা। আমজনতার নাগরিকত্বের পরীক্ষা নেওয়ার আগে তো সর্বাগ্রে বরখাস্ত করা উচিত সেই ভুয়ো প্রধানমন্ত্রীকেই, যার দল বিজেপি

বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষের ভোটে জয়লাভ করে ওই রাজ্যেরই ৬৫ লক্ষ ভোটারের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে পানিহাটির প্রদীপ কর, জামালপুরের বিমল সাঁতরার রক্তে স্নানের পর SIR এগিয়ে চলেছে বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে...

পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক রাজ্য। বর্ষার বন্যা তার নিত্য বছরের সঙ্গী। ২০০০ সালে বাংলা প্রত্যক্ষ করেছে রাজ্যব্যাপী ভয়াবহ প্লাবন। আয়লা কিংবা আম্ফানও খুব বেশি দিনের কথা নয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আকস্মিক করালগ্রাসে সুন্দরবনের ওই প্রান্তিক মানুষগুলো যখন নিজেদের অস্তিত্বরক্ষাতেই নাজেহাল, তখন নথি বাঁচাবে কী করে! কিন্তু নিরঙ্কুশ গেরুয়াকরণের স্বার্থে মহারাজ আবার সদর্পে ঘোষণা করেছেন— 'যায় যদি যাক প্রাণ, নথি তুমি ভগবান!' ছোট্ট শিশু ভেসে যাক জোয়ারের জলে, কাগজ বাঁচাতে হবে যে! আর ওই একটা কাগজই নাকি বলে দেবে কে ভারতীয় আর কে ভিনদেশি! ও থুড়ি! এখন আবার কাগজ নয় মুখের ভাষা-ই যথেষ্ট। কয়েক হাজারবার ডেইলি প্যাসেঞ্জারির পর বাঙালিকে জুমলার জড়িবুটি গেলাতে না পেরে এখন দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বাংলাদেশিরূপে। মহারাজার পেয়াদা অমিত মালব্য তো ঘোষণা করেই দিয়েছেন — 'বাংলা নামে কোনও ভাষা নেই। দিল্লি পুলিশ বাংলাদেশি ভাষা উল্লেখ করে একেবারেই ঠিক বলেছে।' আসলে কাহিনিটা একই থাকে, শুধু চরিত্রগুলো বদলে যায় হিটলার থেকে মোদিতে। রক্তের রঙ একই থাকে, শুধু শিকার বদলে যায় ইহুদি থেকে বাঙালিতে।

সম্প্রতি SIR-এর দ্বাদশ নথি হিসেবে আধার কার্ডকে মান্যতা দেওয়ার পরও আধার ও ভোটার কার্ড নিয়ে কেন্দ্রের দ্বিচারিতামূলক পুরনো প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যদি আধার বা ভোটার কার্ড প্রাথমিক পরিচয়পত্র না হয় তবে ভারতের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র কোনটি? একজন নাগরিকের অন্যতম অধিকার ভোটদানে ভোটার কার্ড কীভাবে গ্রহণযোগ্য হয়? পাশাপাশি রাষ্ট্রের দেওয়া খাদ্যপণ্য পেতেও রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড সংযুক্ত করতে হচ্ছে। আধার যদি প্রাথমিক পরিচয়পত্র না-ই হয়, তবে এর পিছনে যুক্তিই বা কী? আধার ও ভোটার যদি নাগরিকের প্রাথমিক পরিচয়পত্রের মধ্যে না পড়ে, তবে ভোটার কার্ড-আধার কার্ড সংযুক্তকরণের প্রয়োজনটাই বা কী? সব মিলিয়ে অধরা প্রশ্নের ঘূর্ণিপাকে দিশেহারা সাধারণ মানুষ সভয়ে দিন গুনছে ডিটেনশন ক্যাম্পের অন্ধকার কুঠুরির অপেক্ষায়। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের দাবিনুযায়ী, মৃত ও একাধিকবার নথিভুক্ত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে সরাতেই এই উদ্যোগ। কিন্তু সেক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রশ্ন উঠে আসে, তাহলে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে অজান্তেই রাজ করে গেছে ভুয়ো ভোটের রমরমা যাতে দেশ জুড়ে নির্বাচিত হয়েছে বিজেপি সরকার! অতএব বিজেপিকে 'ভোট চোর' আখ্যা দেওয়া খুব অমূলক কী, যেখানে আবার কর্নাটকের আলান্দ নির্বাচনী এলাকার প্রায় ৬,০১৮টি ভোট রাজ্যের বাইরের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে ভোটার পরিচয় থেকে মুছে ফেলা হয়েছে বিজেপিকে জেতাতে! উল্টোদিকে ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহের ক্ষেত্রে যখন আধারের কপি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং এদেশে আধার-ভোটার ইতিপূর্বেই সংযুক্ত, তাহলে এই ভুয়ো ভোটারের দায় কি পুরো দেশ জ্বালিয়ে বিদেশ ভ্রমণে মত্ত প্রধানমন্ত্রীর নয়? আসলে ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। ভারতবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসযোগ্যতা এখন টেনিদারও নিচে। তার ঢপের চপে মানুষ এখন আর আশ্বস্ত নয়, বরং আতঙ্কিত হয়। ১১ বছর ধরে ১১০০ বার ব্যাংকের লাইনে দাঁড়িয়ে পাসবুক আপডেট করার পরও অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ঢোকেনি কোনও ভারতবাসীর। নরেন্দ্র মোদিকে বিশ্বাস করে রোদে পুড়ে লাইনে দাঁড়িয়ে বাতিল হওয়া ৫০০ কিংবা ১০০০ টাকার নোট ব্যাঙ্কে জমা করেছে আমজনতা বিদেশে পড়ে থাকা কালো টাকা দেশে ফেরানোর আশায়। তারপর রংবেরঙের প্রচুর টাকা বাজারে এলেও কালো টাকা ফেরেনি। মাঝে আবার বাতিল হল দু'হাজারের নোট। পিএম কেয়ার ফান্ডের নামে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনের গাজর ঝুলিয়ে শেষ দু'বছরে ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছে প্রায় তিনগুণ। পাশাপাশি রয়েছে ব্যাকডোরে ওষুধের দাম বাড়ানোর অনুমতি দিয়ে জিএসটি কমানোর ললিপপ। স্বল্প ব্যয়ে কেবল লাইনে টিভি দেখার দিন যেন এক সুদূর ইতিহাস। মোবাইলে ৩০ টাকার রিচার্জ আজ ৩০০ টাকা! বার দশেক লাইনে দাঁড়িয়ে এই কার্ড ওই কার্ড যুক্ত করার পর এখন শোনা যাচ্ছে সবই নাকি আদতে ভাঁওতা!

কাগজের কচকচানির কাঁচি হাতে মোদিরূপী মহিষাসুর যখন বাংলার উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছেন তার সংহতি ও একতাকে ছিন্নভিন্ন করে উৎসবের এই রঙিন মরশুমকে বানচাল করতে, তখন সন্তরের এক সিংহহৃদয় খাঁড়া হাতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় শিয়রে দণ্ডায়মান গেরুয়া তাণ্ডবকে দুরমুশ করে সম্প্রীতির আলোকবর্তিকারূপে সহযোগিতা, মানবিকতা ও ঐক্যতানের ফুল ফোটানোর বর্ণালি স্বপ্ন নিয়ে... বিভেদকামিতার বিষবৃক্ষকে সংহতির হাজার প্রদীপ সম্মিলিতভাবে এবার ছারখার করবেই বঙ্গজননী মমতার হাত ধরে...

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

এসআইআর-এর নামে চক্রান্তের প্রতিবাদে মহামিছিলের খণ্ডচিত্র

এসআইআর-আতঙ্কে শহিদ ৭ জনকে শ্রদ্ধা নেত্রী-অভিষেকের

প্রতিবেদন : এসআইআর-আতঙ্ক যাদের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তাদের শহিদের মর্যাদা দিল তৃণমূল। জোড়াসাঁকোতে প্রতিবাদ মঞ্চের সামনে প্রদীপ কর, ক্ষিতীশ মজুমদার, কাকলি সরকার, বিমল সাঁতরা, হাসিনা বেগম, শেখ সিরাজউদ্দিন এবং জাহির মালের নাম-সংবলিত শহিদ স্মারক রাখা হয়েছে। তার উপর লেখা হয়েছে, বিজেপির চাপানো এসআইআরের ফলে গত ৭ দিনে প্রাণ হারানো বাঙালিদের তালিকা। মঙ্গলবার মিছিল শেষে সভা শুরুর আগে এই স্মারক-বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমুলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় এদের সকলের কথা উল্লেখ করেন দু'জনেই। মৃতদের পরিবারের সদস্যরাও এদিন মঞ্চে ছিলেন।

রাজ্য
5 November, 2025 • day • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআরের নামে চক্রান্তের প্রতিবাদে মহামিছিল

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের নামও বাদ!

প্রতিবেদন : বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে রাজনৈতিক অভিসন্ধি কায়েম করতে চাইছে বিজেপি। তাই এসআইআরকে হাতিয়ার করে বিজেপি রচনা করেছে নতুন ষড়যন্ত্র। তারই প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, ভোটার লিস্ট থেকে প্রখ্যাত শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্যদের নামও বাদ পড়েছে। সেই তালিকা দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গর্জে ওঠেন, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে একটু দূরেই দ্বিজেনদার বাড়ি। আমার হাতে একটা লিস্ট এল। দেখলাম, ওনার পরিবারের সকলের নাম বাদ। ওঁদের নাম যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারে, তাহলে আপনাদের নামও বাদ দিয়ে দিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০০২ সালের তালিকায় তাঁর পরিবারের কারও নাম নেই। সল্টলেকের বাড়ি লোপাট হয়ে গিয়েছে, যেখানে তিনি থাকতেন। শ্যামপুকুরে তাঁর আদি বাড়ি। সেখানেও পরিবারের সদস্যদের নাম নেই। এরপরেই কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে তিনি বলেন, আপনি ভুল করলে, আপনার ভুল ধরলে কত টাকা জরিমানা হবে? জনগণ ভুল করলে ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেয়। বাবা-মা সার্টিফিকেট দিতে না পারলে ভোটার হতে পারবে না, তাকে আবার তার জন্য প্রমাণ করতে হবে সে ভারতবর্ষের নাগরিক, সে ভারতবর্ষের ভোটার।

টাকা লুটেছে আধার কার্ডে কার সঙ্গে গদ্দারি করছেন?

প্রতিবেদন : এসআইআর আবহে বিজেপি লুঠ চালাচ্ছে। মঙ্গলবার জোড়াসাঁকোর মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আধার কার্ড তৈরির নাম করে মানুষের কাছ থেকে টাকা লুঠেছে বিজেপি। আধার কার্ড করতে ৫০০-১০০০ টাকা করে তোলা হয়েছে। এখন বলছে নো আধার কার্ড। অথচ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করতে গেলে আধার লিঙ্ক করা চাই। এভাবে কার সঙ্গে গদ্দারি করছেন? ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাস্ট হলে আধার কার্ডে কেন ভোটিং রাইট থাকবে না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই দিল্লির সরকারকে দেশে থেকে হটাতে হবে। আর কত কার্ড বানাবে। রেশন, হেল্থ, কিষাণ কার্ড, মজদুর কার্ড... কার্ডের অন্ত নেই। এরা ভোটার কার্ড তৈরির নামেও ৮০০ থেকে শুরু করে যেমন পারছে নিচ্ছে। এদিন নোটবন্দি নিয়েও ফের একবার গর্জে ওঠেন নেত্রী। বলেন, নোটবন্দি করে দেশের মানুষকে ঘণ্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড় করিয়েছে। কালো টাকা কি দেশে ফিরেছে? ফেরেনি। ভোটে জিততে পারে না, তাই ঘোঁট করে। নোটে জেতে, মানুষের ভোটে জিততে পারে না। এরা অত্যাচারের সব সীমা পার করে গিয়েছে।

এসআইআরের নামে চক্রান্তের বিরুদ্ধে মহামিছিলের নানা মুহূর্ত

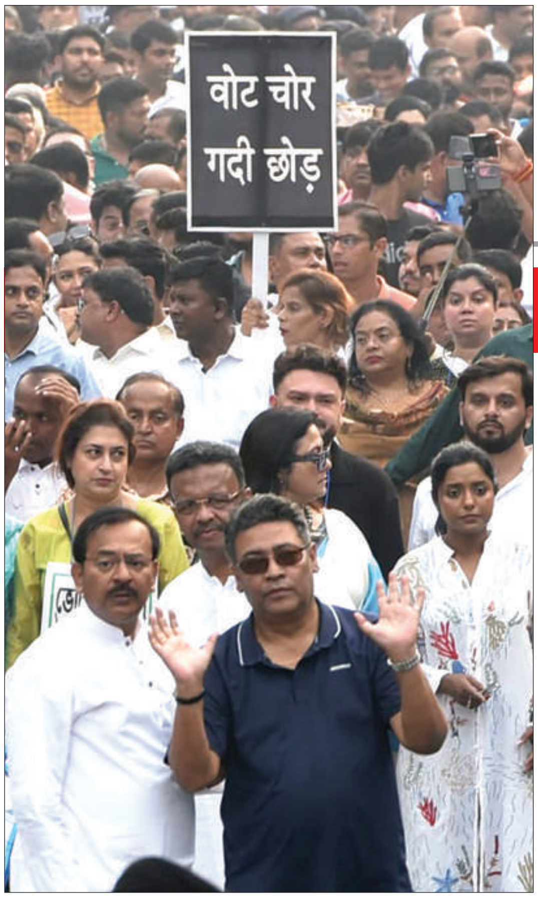

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 November, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

সাবেক ছিটমহলে কমিশনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ভারতের নাগরিকত্ব তাঁরা পেয়েছেন ২০১৫ সালে অথচ নির্বাচন কমিশনের সেই ফর্মে তথ্য দিতে হবে ২০০২ সালের। এই তথ্য তাঁরা কোথায় পাবেন? যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন এর সুরাহা করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা এই ফর্ম গ্রহণ করবেন না। মঙ্গলবার ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম পৌঁছে দিতে যেতেই বিএলওদের সাফ এই কথা জানিয়ে দিলেন দিনহাটার সাবেক ছিটমহল পোয়াতুর কুঠির বাসিন্দারা। এসআইআর কি ফের কেড়ে নেবে নাগরিকত্বের অধিকার? ফের কি 'অনাথ' হয়ে যাবেন তাঁরা? নতুন করে এখন এই আতঙ্কে ভুগছেন সাবেক ছিটমহলের প্রায় বারো হাজার বাসিন্দা। এসআইআর করার ক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় ২০০২ সালের যাদের নাম ছিল, সেটাকে মানদণ্ড করা হয়েছে। তবে সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কারও কাছে ২০০২ সালের কোনও ধরনের নথিপত্র নেই। তাই এসআইআর চালু হতেই মঙ্গলবার স্থানীয় ৭-এর ১২৮ এবং ১২৯ নম্বর বুথের বিএলও এসআইআর এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে বাড়ি বাড়ি গেলে স্থানীয় বাসিন্দারা নিতে অস্বীকার করেন। পোয়াতুরকুঠির সাবেক ছিটমহলবাসী সাদ্দাম মিঞা বলেন, প্রয়োজনে আন্দোলনে নামবেন। এদিকে দেখা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএরা আছেন তবে দেখা নেই বিজেপির বিএলএদের। বিএলওদের পাশে ছায়াসঙ্গী হিসেবে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ লেভেল এজেন্ট টু। এই বিএলওদের পাশে ছায়াসঙ্গী হিসেবে থাকবেন তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ লেভেল এজেন্ট টু বা বিএলএ টু। সম্প্রতি এমনই নির্দেশ দিয়েছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শীতলকুচি কমিউনিটি হল-সহ জেলা জুড়ে। ছিলেন শীতলকুচি বিধানসভার সমস্ত বুথের বুথ লেভেল এজেন্ট, অঞ্চল সভাপতি, প্রধান, উপপ্রধান-সহ দলীয় নেতৃত্বরা।

■ বিএলওদের ফর্ম ফিরিয়ে দিলেন সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা।

ভোটার তালিকায় নাম নেই, অবস্থানে প্রতিবাদ মাথাভাঙায়

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ভোটার তালিকার মাঝখান থেকে উধাও অর্ধেকের বেশি নাম। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ মাথাভাঙাতে। পথ অবরোধের ঘটনাটি মাথাভাঙা ময়নাগুড়ি রাজ্য সড়কের মাদ্রাসা চৌপতি এলাকায় রাজ্যসড়কে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে ২০২৫ এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম বিলি প্রক্রিয়া। কিন্তু মাথাভাঙা এক নাম্বার ব্লকের পচাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডাংকোবা এলাকায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকার মাঝখান থেকে উধাও ৪২৫ জনের নাম। আর এই কারণেই মঙ্গলবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীরা জানান ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ৮৪৬ জন এর মধ্যে ৪২১ জনের নাম আছে এবং ৪২৫ জনের নাম নেই এর আগেও বহুবার বিভিন্ন জায়গায় জানানো হয়েছে কিন্তু তারপরেও কোনরকম কোনও সুরাহা হয়নি। অবরোধ করে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন যতক্ষণ না সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ তারা পথ ভোট করে বিক্ষোভ দেখাবেন বলে দাবি তাদের।

সচেতনতা শিবির

■ এসআইআর নিয়ে চা-শ্রমিকদের সচতন করতে আইএনটিটিইউসের উদ্যোগে হল শিবির। মঙ্গলবার মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভা অন্তর্ভুক্ত অটল চা-বাগানের শিবিরে ছিলেন দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নির্জল দে, ইউনিট সভাপতি ভোলা সিং, ইউনিট সম্পাদক মহীপাল রাউতিয়া, বিএর এ-২-সহ অন্যরা।

জলপাইগুড়িতে ক্যাম্প

■ সাধারণ মানুষকে এসআইআর নিয়ে সচেতন করতে এবং নিয়ম বোঝাতেপ্রত্যেক জেলায় চলছে শিবির। সাধারণ বৈধ ভোটার যাতে বাদ না যায় সেই বিষয় নিয়ে হচ্ছে আলোচনাও। জলপাইগুড়িও মঙ্গলবার বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সাধারণ মানুষ সেই ক্যাম্পে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের উপর আস্থা রেখে তাদের সমস্যার কথা জানাচ্ছেন। এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন যুব সৈনিকরা।

বিজেপি নেত্রীর বিদ্বেষ-বিষ গর্জে উঠল কালিয়াচক

■ মিছিলের নেতৃত্বে মন্ত্রী সাবিনা ইয়ামিন। পা মেলালেন কালিয়াচকের বাসিন্দারা।

সংবাদদাতা, মালদহ : টিভি চ্যানেলে বসে বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছেন বিজেপি নেত্রী। অপমান করছেন কালিয়াচকের বাসিন্দাদের। বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে গর্জে উঠল কালিয়াচক। মঙ্গলবার সেই মন্তব্যের প্রতিবাদে কালিয়াচকের রাজপথে ধিক্কার মিছিল সংগঠিত করল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তৃণমূল নেতা সামিজুদ্দিন আহমেদ-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন মিছিলে। স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে তারা একসুরে দাবি তোলেন বিজেপি বিধায়ক যেন অবিলম্বে সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষমা চান। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এমন মন্তব্য এক জন জননেত্রীর মুখে মানায় না। প্রতিবাদের উত্তাপে কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এলাকাজুড়ে দেখা যায় তুমুল বিক্ষোভ। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, কালিয়াচকের মানুষ পরিশ্রমী ও শান্তিপ্রিয়। তাদের সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য সহ্য করা হবে না। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে মঙ্গলবারের মিছিল দেখেই স্পষ্ট- কালিয়াচকের মানুষ শ্রীরূপার মন্তব্যে ক্ষুব্ধ ও আহত।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে কৃষি দফতর

সংবাদদাতা, চোপড়া : ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে অসময়ের বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত চোপড়া ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার চাষের জমি। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে কৃষি দফতর। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখতে চোপড়ায় পরিদর্শনে এলো রাজ্য কৃষি দফতরের বিশেষজ্ঞ দল। তাদের সঙ্গে ছিলেন ব্লক কৃষি দফতরের আধিকারিকেরাও। এদিন তারা চোপড়ার লক্ষ্মীপুর এবং চুটিয়াখোর পঞ্চায়েতের চান্দাগছ এলাকায় বিভিন্ন কৃষিজমি পরিদর্শনে যান। কথা বলেন এলাকার কৃষকদের সঙ্গে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নাম নথিবদ্ধ করা হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করবে বিশেষজ্ঞ দল। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞ দলের পরিদর্শনে সরকারি সহায়তা নিয়ে আশাবাদী এলাকার কৃষকেরা।

■ পরিদর্শনে কৃষি দফতরের আধিকারিকরা।

উত্তর দিনাজপুরে নাট্যমেলার প্রস্তুতি

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ব্যবস্থাপনায় রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির নাট্যমেলা। আগামী ৬ নভেম্বর থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত রায়গঞ্জের ইনস্টিটিউট মঞ্চে এই নাট্যমেলা চলবে। ৬ তারিখ উদ্বোধন পর্বে মঞ্চস্থ হবে বিপ্লব দে ও স্নেহাশিস ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় বহরমপুরের ঋত্বিক নাট্যদলের পরিচালনায় পূর্ণদৈর্ঘ্যের নাটক নির্জন রাখাল। পাশাপাশি ৭ নভেম্বর থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত রোজ দুটি করে নাটক মঞ্চস্থ হবে এই নাট্যমেলায়। নাটক অনুষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিদিন অর্থাৎ ৭ থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে নাটকের আড্ডা। যার নামকরণ করা হয়েছে চায়ের ধোঁয়ায় নাটকের আড্ডা। এই নাট্যমেলায় সকলের জন্য প্রবেশ অবাধ। উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী বলেন, ৬ তারিখ রায়গঞ্জের গীতাঞ্জলি মোড় থেকে ইনস্টিটিউট পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে। রাজ্য জুড়ে বেশ কয়েকটি নাট্য দল অংশ গ্রহণ করছে।

প্রার্থী দিতে পারল না বিরোধীরা, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই দেখা যাচ্ছে একেবারে তলানিতে ঠেকেছে বিরোধীরা। বিরোধী দলের এমন করুণ অবস্থা যে হাইমাদ্রাসা পরিচালন সমিতির নির্বাচনেও প্রার্থী দিতে ব্যর্থ তারা। দিনহাটা দুই নম্বর ব্লকের নাজিরহাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নছিমিয়া হাইমাদ্রাসা পরিচালন সমিতির আসন্ন নির্বাচনে সোমবার ছিল স্ক্রুটনির শেষ দিন এবং আজ মঙ্গলবার প্রত্যাহারের করার শেষ দিন। আর এতেই দেখা যায় বিরোধী দলের কোনও প্রার্থী নেই। তাই তৃণমূল সমর্থিত ৬ প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। আজ দুপুরে তৃণমূলের সকল প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। এদিন তৃণমূলের নাজিরহাট এক নম্বর অঞ্চলের সভাপতি ধনঞ্জয় রায়ের উপস্থিতিতে জয়ী প্রার্থীদের বরণ করে নিয়ে মিছিল করা হয়। এ প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় রায় বলেন, "আজ আমাদের দলের সমর্থিত ৬ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। তাই আমরা তাদের বরন করে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছি।

■ জয়ের পর সবুজ আবিরে মেতে উঠলেন প্রার্থী-সহ দলীয় কর্মীরা।

দুজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার। নদিয়ার পলাশিপাড়ায়। অভিযোগ পেয়ে রাকেশ মণ্ডল নামে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জেলা আদালতের বিচারক সাতদিনের পুলিশি হেফাজত দিয়েছেন

■ সবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক কার্যালয়ে সবং ব্লক তৃণমূলের মাইনরিটি সেলের নেতৃত্বকে নিয়ে এসআইআর বৈঠক করলেন মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া।

■ সাধারণ মানুষের জন্য পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার সকল পঞ্চায়েত অফিসের কাছাকাছি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের এসআইআর সহায়তাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। যে কোনও সমস্যা, ফর্ম ফিলআপ বা অন্য প্রয়োজনে তৃণমূল প্রতিনিধিরা যথাযথ সাহায্য করবেন। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মঙ্গলবার গিয়ে তদারক করলেন।

■ ভোটার হিসাবে জেলাশাসক আয়েষা রানি এ বিএলও-র কাছ থেকে ইনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করছেন। মঙ্গলবার সন্ধে ছটা পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান জেলার বিএলও-রা ১,৯১,০৫৮টি গণনা ফর্ম বিতরণ করেছেন বলে জেলা নির্বাচন দফতর সূত্রে খবর।

জঙ্গলমহলে রক্তদান শিবিরে মহিলার ভিড়

সংবাদদাতা, গড়বেতা : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়ে গড়বেতা ২ নং ব্লক এবং গড়বেতা ২ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল সোমবার। যেখানে জঙ্গলমহলের মহিলাদের উদ্যোগ বেশি। ৭০ জনের মধ্যে প্রায় ৬০ জন মহিলা রক্তদান করেন। শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গড়বেতা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনবন্ধু দে, গড়বেতা-২ এর বিডিও দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ্ম বিডিও জয়ন্ত দত্ত প্রমুখ।

এসআইআর চক্রান্ত ঠেকাতে পূর্বস্থলীতে খোলা হল ওয়ার রুম

সংবাদদাতা, কালনা : পূর্বস্থলীর হেমায়েতপুরে ওয়ার রুম খুলল তৃণমূল। উদ্বোধন করলেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। স্বপন জানান, বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা এসআইআর হচ্ছে বিজেপি-র মানুষ মারার কল। নির্বাচন কমিশনকে হাত করে ভোটার তালিকায় কারচুপি করে প্রকৃত ভোটারদের বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র কোনওভাবেই মানা হবে না। দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে আমরা দলমত নির্বিশেষে ভোটার তালিকা বা এসআইআর সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যায় মানুষের পাশে থাকতে ওয়ার রুম খুললাম। এখানে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, জেরক্স মেশিন-সহ সবরকম পরিকাঠামো রয়েছে। স্বপনের উদ্যোগে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার শ্রীরামপুর ও নান্দাইয়ে তৃণমূলের বিএলএ (বুথ লেভেল এজেন্ট)-দের দুটি সভাও হয়েছে। সেখানে স্বপন ছাড়াও দলের ব্লক সভাপতি রাজকুমার পাণ্ডে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক-সহ দলের বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা যোগ দেন।

■ ওয়ার রুমে কর্মীদের সঙ্গে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

বিএলএ-দের স্বপন মনে করিয়ে দেন, নির্বাচনে ভোটার তালিকার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভোটার তালিকা পরীক্ষার সময় বিএলও-দের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকতে হবে। যাতে যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ না যায়। কোনও অসঙ্গতি নজরে এলেই নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বপন জানান, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নাদনঘাটের হেমায়েতপুর ও কালনার মধুপুরে তৃণমূলের দুটি সহায়তা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। প্রতিটি অঞ্চলেই এই ধরনের সহায়তাকেন্দ্র খোলা হবে। সাধারণ মানুষকে দুশ্চিন্তামুক্ত করতেই আমাদের এই উদ্যোগ। বিজেপি মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।

কেশপুরে মসৃণভাবেই চলেছে ভোটারতালিকা সংশোধন-কাজ

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ভোটার তালিকা সংশোধন অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন কেশপুরের মাঠপর্যায়ের কর্মীরা। গ্রামে গ্রামে বিএলও এবং বিএলএ-রা প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে ভোটার তালিকার যাচাই-বাছাই, ফর্ম বিতরণ ও তথ্য সংগ্রহের কাজ

■ ভোটারদের সঙ্গে ভোটকর্মীরা।

চালাচ্ছেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ব্লকের ধনডাঙ্গরা গ্রামের ১৭৮ নম্বর বুথের বিএলও মমতা খাতুন জানালেন, এখানকার মানুষজন অনেক সহযোগিতা করছেন। বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, সবাই খুব ভাল ব্যবহার করছেন। কেউ সমস্যা তৈরি করছেন না, বরং আগ্রহ দেখাচ্ছে। অনেকেই বলছেন, 'আমারটা আগে খুঁজে দিন'! আমি ভোটারদের হাতে ফর্ম ও নির্দেশিকা তুলে দিচ্ছি। কাজটা করতে বেশ আনন্দ লাগছে। একই সঙ্গে বিএলএ-দের পক্ষ থেকেও আশাবাদী বার্তা এসেছে।

একজন বুথ লেভেল এজেন্ট বলেন, যাদের ফর্ম দেওয়া হয়েছে, সবার নামই তালিকায় আছে। আমাদের বুথে কোনও বিতর্ক বা বিভ্রান্তির আশঙ্কা নেই। আমরা নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছি, যাতে সাধারণ মানুষ কোনও সমস্যায় না পড়েন। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফর্ম পূরণ করলে সমস্যা সহজেই মেটানো যাবে। কেশপুরের গ্রামাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে অন্যরকম চিত্র, ভোটার তালিকা সংশোধন শুধু প্রশাসনিক কাজ নয়, গ্রামীণ মানুষদের অংশগ্রহণ ও সচেতনতাও জরুরি।

ভারতীয় নাগরিকেরা বাদ পড়বেন না : জেলাশাসক

সংবাদাতা, মেদিনীপুর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু হল। মঙ্গলবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, ইতিমধ্যেই জেলার প্রত্যেকটি বুথে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত, বুথ লেভেল আধিকারিকরা ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে ইমুনারেশন ফর্ম দেওয়া শুরু করেছে। প্রত্যেক ভোটারকে দুটি করে ফর্ম দেওয়া হবে। কোনও ভোটার বাড়িতে না থাকলে তাঁর অভিভাবক ফর্মটি গ্রহণ করতে পারবেন। ফর্ম দেওয়ার কাজ এক মাস চলবে, পরে পূরণ করে জমা দেওয়া এবং সেগুলি যাচাইয়ের কাজ করা হবে। প্রথম দিনের শেষে কোনও অভিযোগ বা টেকনিক্যাল সমস্যা আসেনি জেলার হেল্প ডেস্কে। জেলায় হেল্প ডেস্ক এবং টেকনিক্যাল সহযোগিতার ডেস্ক চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্লক এবং সাবডিভিশন লেভেলেও কন্ট্রোল রুম করা হয়েছে। অনলাইনেও বাইরে থাকা ভোটাররা এই ফর্ম ফিলআপ করে সংশোধনের প্রক্রিয়ার কাজ করতে পারবেন। কোনও বুথ লেভেল আধিকারিককে এক জায়গায় বসে এই ফর্ম দিতে পারবেন না, প্রতিটি ভোটারের বাড়িতে গিয়ে এই ফর্ম দিতে হবে। যদি কোথাও কোনও ধরনের অভিযোগ আসে,আমরা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

■ জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা।

প্রকাশ্যে ঘরোয়া কোন্দল, শান্তনুর সঙ্গ ছাড়লেন দাদা

সংবাদদাতা, বনগাঁ : দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের মতো ঘরোয়া কোন্দল প্রকাশ্যে। এবার পারিবারিক অশান্তির জেরে ভাঙন শান্তনু-গড়ে। এই অশান্তি থেকেই শান্তনু ঠাকুরের সংগঠন ভেঙে তারই দাদা সুব্রত ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া বাড়িতে গঠিত হল নতুন সংগঠন। চিড় ধরল ঠাকুর পরিবারে। জানা গিয়েছে, ঠাকুরবাড়ির ক্ষমতা ও আর্থিক লেনদেনের কারণেই এবার ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগাভাগি।

শান্তনু ঠাকুরের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে নতুন সংগঠন তৈরি করলেন তাঁর দাদা। এই সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা গদ্দার অধিকারী, অসীম সরকার, স্বপন মজুমদার-সহ আরও কয়েক জন বিজেপি বিধায়ক। এই বিবাদের রাজ্য বিজেপির এবং বনগাঁ লোকসভার বিজেপি নেতাদের বিভাজন প্রকাশ্যে এলো বলেই দাবি রাজনৈতিক মহলের। সেক্ষেত্রে রাজ্যে শান্তনু-বিরোধীরা তাঁরই দাদা সুব্রতর সংগঠনে যোগ দিয়ে শান্তনুর বিরুদ্ধে আরও সোচ্চার হল বলেই দাবি।

ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে একই রেজিস্ট্রেশন ও একই নামে 'অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ' দুটি সংগঠন ছিল আগেই। একটির সাংঘাধিপতী তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুর। অন্যটির মাথায় ছিলেন শান্তনু ঠাকুর এবং সুব্রত ঠাকুর। প্রতিবছর রাস উৎসবের দিনে সংগঠনের নতুন কমিটি তৈরি হয়। এবছর দেখা গেল মঙ্গলবার একই রেজিস্ট্রেশন ও একই নামে তৃতীয় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের কমিটি গঠন করলেন শান্তনু ঠাকুরের দাদা তথা গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। সেই সংগঠনের প্রধান সেবায়েত শান্তনু ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুরের বাবা মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর এবং মা ছবি রানী ঠাকুর। কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীতে রয়েছেন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতার শুভেন্দু অধিকারী, বিধায়ক অসীম সরকার, বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার-সহ একাধিক বিজেপি বিধায়করা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
5 November, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

মেঘমুক্ত আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার সুবর্ণঝলক

■ দার্জিলিং না গিয়েও উত্তরবঙ্গবাসীর চোখে ধরা দিয়েছে ঘুমন্ত বুদ্ধ কাঞ্চনজঙ্ঘা। দীর্ঘদিনের পর চেনা ছন্দে। উত্তরের কালো মেঘ সরিয়ে সূর্যের আলোর ঝলক ঘুমন্ত বুদ্ধের গায়ে। শিলিগুড়ি থেকেই পরিষ্কার দেখা মিলল হিমালয়ের, যেন মৌন ঋষির মতো ধ্যানমগ্ন। চাইলেই যেন ছুঁয়ে দেখা যায় পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। কথা বলা যায় কানে কানে। মেঘমুক্ত আকাশের ক্যানভাসে ধরা দিল সুবর্ণঝলক দিয়ে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে দার্জিলিং বা সিকিম থেকে এই দৃশ্য প্রায় রোজই দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গলবার এই দৃশ্যের সাক্ষী রইল শিলিগুড়ি। পাহাড় নয়, একেবারে সমতল থেকেই কাঞ্চন-দর্শন।

চিকিৎসা অবহেলা চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : সাপের কামড়ে কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসায় গাফিলাতির অভিযোগ তুলে আগেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল মৃতের পরিবার। বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল

■ পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ।

হাসপাতালেও। তার পরেও অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ না হওয়ায় আজ হাজারে হাজারে মানুষ ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে জমায়েত করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। জোর করে বিক্ষোভকারীরা হাসপাতালে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়ার ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। পুলিশকে ঘিরে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হাসপাতালে এসে অভিযুক্ত চিকিৎসকের শাস্তির আশ্বাস না দিচ্ছেন ততক্ষণ এই বিক্ষোভ চলবে।

শান্তিপুরে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ৫

সংবাদদাতা, নদিয়া : শান্তিপুরের কাছে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত দুই, আহত পাঁচ। আহতদের মধ্যে তিনজনকে শান্তিপুর হাসপাতালে ও বাকিদের রানাঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, চাপড়ার বাসিন্দা একটি পরিবারের সাত সদস্য সোমবার শান্তিপুর হাসপাতালে চিকিৎসারত এক আত্মীয়কে দেখতে এসেছিলেন। সেখান থেকে টোটো করে বাড়ি ফেরার পথে শান্তিপুরের গোবিন্দপুর এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি প্রাইভেট গাড়ি টোটোকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত হন টোটোয় থাকা সাতজন। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে শান্তিপুর হাসপাতালে ও বাকিদের রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রানাঘাট হাসপাতালে দুই আহতের মৃত্যু হয় এবং দুইজনের চিকিৎসা চলছে। মৃত ও আহতরা প্রত্যেকেই চাপড়া থানা এলাকার বাসিন্দা। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।

সোনার দোকানির রহস্যমৃত্যু সন্দেহের তির বিডিওর দিকে

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : গত মাসের ২৯ তারিখ ভোরবেলায় নিউটাউন যাত্রাগাছি বাগজোলা খালপাড়ে ঝোপের মধ্য থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে রহস্য দানা বাঁধছে। কেউ খুন করে ফেলে গিয়েছে, অনুমান পুলিশের। মৃত ব্যক্তি পশ্চিম মেদিনীপুরের নীলদা পোস্ট অফিস এলাকার দিলমাটিয়া গ্রামের স্বপন কামিল্যা। তাঁর দন্তাবাদে একটি সোনার দোকান রয়েছে। ভাড়া নিয়ে সোনার দোকানটি চালাতেন। প্রায় দীর্ঘদিন ধরে এই দোকানটি বন্ধ। যে বাড়িতে দোকান ভাড়া নিয়েছেন, সেই বাড়ির মালিক গোবিন্দ বাগ জানান, স্বপন সাত মাস আগে ঘরভাড়া নিয়ে সোনার দোকান চালাতেন। একজনের বেআইনি সোনা কিনেছিলেন বলে অভিযোগ। যাঁর চুরি যায়, তিনি একজন বিডিও বলে জেনেছি। তিনি খোঁজখবর করে এখানে আসেন ২৮ তারিখ। স্বপনের দোকানে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসে স্বপনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যান। তারপর থেকে তাঁর খোঁজ ছিল না। দোকান থেকে সিসিটিভি ক্যামেরাও নিয়ে যান ওই বিডিও অফিসার। তিনি নীলবাতি লাগানো গাড়িতে তুলে নিয়ে যান। সঙ্গে পুলিশ কেউ ছিল না, সিভিক ভলান্টিয়ার ছিল। ওই অফিসারের চুরি যাওয়া সোনা নাকি কিনেছিলেন গোবিন্দ। ওঁরা আমাকেও নিয়ে যেতে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে যান। ওই অফিসারের নাম বলেছেন প্রশান্ত বর্মন। রায়গঞ্জের বিডিও। ঘটনার পর পুলিশ অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। বিডিওর স্বপনকে নিয়ে যাওয়া এবং পরে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধারের মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কিনা।

পাচারের আগে গাঁজা উদ্ধার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : সরকারি বাসে অভিযান চালিয়ে রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও মঙ্গলকোট থানার পুলিশ উদ্ধার করল ৫৫ কেজি ২৭২ গ্রাম গাঁজা। গ্রেফতার হল দুই মহিলা। সোমবার সন্ধ্যায় মঙ্গলকোটের নতুনহাট বাইপাসের কাছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স কলকাতা থেকে কান্দিগামী বাসে তল্লাশি চালায়। দুই মহিলা বাস থেকে নামেন কিছু মালপত্র নিয়ে। তাদের কাছ থেকেই প্রায় ৫৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। দুই মহিলার একজনের নাম আদু বিবি, বাড়ি পূর্বস্থলীর বেলের হল্টে অন্যজন জ্যোৎস্না বিবি, বাড়ি নদিয়ার নবদ্বীপের মইসুরা মোল্লাপাড়ায়।

বিএসএফের হাতে আক্রান্ত পুলিশ

প্রতিবেদন : নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে আক্রান্ত হল পুলিশ। বিএসএফের মারে জখম পুলিশের দুই এসআই-সহ বেশ কয়েকজন। ঘটনা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চাপড়ার। এক বিএসএফ কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। করিমপুর থেকে কৃষ্ণনগরগামী একটি যাত্রী বোঝাই বাসে কাফ সিরাপ আসছিল বলে খবর পায় চাপড়া থানার পুলিশ। সীমানগরের কাছে বিএসএফ ক্যাম্প। সেখানে বাসটি থামিয়ে ফেন্সিডিল নামানো শুরু হয়। ঠিক তখনই বিএসএফ কর্মীরা সেগুলি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দেয় পুলিশ। সংঘর্ষ বাধে। বিএসএফের দাদাগিরিতে বিরক্ত এলাকাবাসী।

এসআইআর শিবিরে মানুষের পাশে বাপি

প্রতিবেদন : সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সর্বত্র ভোটাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রতিটি এলাকায় শিবির খোলা হয়েছে। স্থানীয় সাংসদ তথা বিএলএ-১ প্রতিনিধিত্বকারী বাপি হালদার এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই তিনি কৃষ্ণচন্দ্রপুরে বিশেষ শিবিরে এই প্রক্রিয়ার সূচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, সাংসদ প্রতিটি ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এসআইআর ফর্ম পূরণে সাহায্য করছেন। ভুল তথ্য বা বাদ-পড়া নাম সংগ্রহ এবং সংশোধনের ঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন। কোনওভাবে যাতে বৈধ নাগরিক ভোটাধিকার না হারান, তা নিশ্চিত করতে তৃণমূল কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে, জানান বাপি।

■ শিবিরে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছেন বাপি হালদার।

শিবিরে হাজির পঞ্চায়েতপ্রধান

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : এলাকার মানুষদের এসআইআর নিয়ে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, কোনও নথি যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়, সেই রকম যে কোনও সহযোগিতার জন্য বিশেষ শিবির করল তৃণমূল। গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয় ছেড়ে রাস্তার পাশে অস্থায়ী শিবির করেছেন দ্বারিকা গোসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং বিশিষ্ট সমাজসেবীরা। আগামী তিন মাস চলবে এই শিবির মানুষের সহায়তার জন্য। রাস্তায় প্রধানকে পেয়ে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

এসআইআর আতঙ্কে

(প্রথম পাতার পর)

পেয়ে আরও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ক্রমাগত আতঙ্কে ভুগে এদিন সকালে নিজের ঘরে গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। পরিবারের দাবি, দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ভয়ে-ভয়েই নিজেকে শেষ করে ফেলল জাহির।

খবর পেয়ে এদিন মৃত যুবকের বাড়িতে ছুটে যান জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। সঙ্গে ছিলেন উলুবেড়িয়ার পুরপ্রধান অভয় দাস-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের পাশে সবসময় থাকার আশ্বাস দেন মন্ত্রী। তিনি জানান, আমাদের দল এই পরিবারের পাশে রয়েছে। এসআইআরের নামে বাংলায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে বিজেপি। বাংলা ভাষায় কথা বলা মানেই বাংলাদেশি, এমনটাই বোঝাতে চাইছে বিজেপি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বলব, মৃত্যুর এই নোংরা রাজনীতি বন্ধ করুন।

উলুবেড়িয়ার পাশাপাশি এদিন মুর্শিদাবাদের কান্দিতেও এক ব্যক্তি এসআইআর-এর আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন। কান্দি পুরসভার ১২নং ওয়ার্ডের বাগডাঙা এলাকায় কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন মোহন শেখ নামে এক প্রৌঢ়। পরিবার সূত্রে খবর, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় কয়েকদিন ধরে আতঙ্কিত ছিলেন মোহন শেখ। নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে, এই আতঙ্কেই মঙ্গলবার সকালে পাড়ার মাঠে কীটনাশক খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মোহন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তারপর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলেও সেখানে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম ৪ জঙ্গি। মঙ্গলবার সকালে খাঁপি গ্রামে জঙ্গি আনাগোনার খবর পেয়েই নিরাপত্তা বাহিনী ঘিরে ফেলে এলাকা। শুরু হয় গুলির লড়াই। ধরা পড়েছে এক জঙ্গি

হরিয়ানায় নৃশংসভাবে খুন প্রাক্তন ক্রিকেটার

চণ্ডীগড়: ভরসন্ধ্যায় জনবহুল শহরে আচমকাই একের পর এক গুলির শব্দ। বিজেপির হরিয়ানার গানৌরে প্রকাশ্য রাস্তায় নৃশংস ভাবে প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচ রামকরণকে গুলি করে খুন করল দুষ্কৃতীরা। সোমবার সন্ধ্যাবেলায় চূড়ান্ত ব্যস্ত রাস্তায় ভিড়ের মাঝে হঠাৎ এই হামলার ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার পর থেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সাধারণ মানুষ। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যেই খুনের মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোমবার পরিবারের সঙ্গে একটি বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ও ক্রিকেট কোচ রামকরণ। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রবধূ। গানৌরের সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালের সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দুঃসাহসিক এই হামলা হয় তাঁর ওপর। হামলাকারীরা একটি গাড়িতে করে এসে রামকরণের গাড়ি থামিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি চালাতে শুরু করে। গুলিবিদ্ধ প্রাক্তন ক্রিকেটারকে দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

উল্লেখ্য, সোনিপত পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন রামকরণ। রামকরণের পুত্রবধূ এখন গানৌরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলেই এই ঘটনা। রামকরণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সুনীল নামের এক ব্যক্তি যিনি একসময়ে পুর পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ছিলেন। রামকরণের বিরোধী দলে ছিলেন তিনি। কিছুদিন আগে পুর নির্বাচনে নিহত প্রাক্তন ক্রিকেটারের পুত্রবধূ সোনিয়া সুনীলের স্ত্রীকে পরাজিত করে কাউন্সিলার হন। দুই পরিবারের মধ্যে এরপর থেকেই বিরোধ তুঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই এই হামলার ঘটনায় সুনীলের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে।

রেড সিগন্যাল উপেক্ষা করেছিলেন চালক?

বিলাসপুরে মালগাড়িতে ধাক্কা যাত্রিবাহী ট্রেনের, হত অন্তত ১০

বিলাসপুর : আবার প্রমাণিত হল যাত্রী সুরক্ষায় রেলের চরম ব্যর্থতা। ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে যাত্রিবাহী ট্রেনের সঙ্গে মালগাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন অন্তত ১০ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জখম হয়েছেন অন্তত ২০ জন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ২ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা গিয়েছে। রেলের দাবি, রেড সিগন্যাল উপেক্ষা করেছিলেন যাত্রিবাহী ট্রেনের চালক। ওই লাইনেই আগে থাকা একটি মালগাড়ির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে যাত্রিবাহী ট্রেনটি।

দুর্ঘটনায় এতজনের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স-হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, বিলাসপুর-হাওড়া রুটে মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনায় আমি গভীর বেদনাহত। এই অপূরণীয় ক্ষতির মুহূর্তে শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাস্থল লালখাদানের কাছে। বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ। গেবরা রোড এবং বিলাসপুরের

শোকপ্রকাশ অভিষেকের

মাঝে এই লালাখাদান। গেবরা থেকে বিলাসপুর যাচ্ছিল যাত্রিবাহী ট্রেনটি। তবে বিলাসপুরের পুলিশ সুপার রজনীশ সিং জানিয়েছে, ঘটনায় অন্তত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে আছেন দু'জন লোকোপাইলট। অন্তত ২ জন যাত্রী এখনও আটকে আছেন ভেতরে। তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বের করার চেষ্টা চলছে আটকে পড়া যাত্রীদের। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, লাইনে দাঁড়িয়েছিল একটি মালগাড়ি। ঠিক এই সময়ই একটি যাত্রিবাহী ট্রেন চলে আসে ওই লাইনে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে মালগাড়িটিকে। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে মালগাড়ির উপরে উঠে পড়ে যাত্রিবাহী ট্রেনের একাংশ। দুমড়ে-মুচড়ে যায় প্রথম কামরাটি। লাইনচ্যুত হয় বেশ কয়েকটি বগি। ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের আওয়াজ এবং যাত্রীদের আর্তচিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে প্রথমে ছুটে যান স্থানীয় মানুষ। উদ্ধারকাজ শুরু করে রেল, দমকল এবং পুলিশ। কীভাবে একই লাইনে দুটি ট্রেন চলে এল তা এখনও স্পষ্ট নয়। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তদন্তের। নিহতদের নিকটজনদের ১০ লক্ষ টাকা, গুরুতর আহতদের ৫ লক্ষ টাকা, স্বল্প আহতদের জন্য ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে রেল।

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা ক্ষতিপূরণে মিলছে মাত্র ১ টাকা

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

মুখ থুবড়ে পড়েছে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা। ঢাক ঢোল পিটিয়ে শুরু করা মোদি সরকারের বহু প্রকল্পের মতোই শোচনীয় হাল হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনারও। এমনই খারাপ এই প্রকল্পের অবস্থা যে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকরা তাঁদের জমিতে উৎপন্ন ফসলের ক্ষতির পরে লক্ষ লক্ষ টাকা 'ক্লেম' করলেও ক্ষতিপূরণের অঙ্ক হিসেবে হাতে পাচ্ছেন মাত্র ১ টাকা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ফসল নষ্টের পরে এই ক্ষতিপূরণের অঙ্ক দেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদের হতাশা চরমে উঠেছে। তাঁরা ভেবে পাচ্ছেন না কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত একটি প্রকল্পের এই হাল হয় কী করে? নির্দিষ্ট সময়ে বিমার প্রিমিয়ামের টাকা জমা দেওয়ার পরেও কৃষকদের ন্যায্য দাবি নিয়ে কেন এই তামাসা? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর মেলেনি সরকারের শীর্ষ স্তরে কর্মরত কোনও মন্ত্রী বা আমলাদের থেকে।

গোটা পরিস্থিতিতে সারা দেশের মত প্রবল ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যের কৃষকদের মধ্যেও। এই অবস্থায় ড্যামেজ কন্ট্রোলের মরিয়া প্রচেষ্টায় অবশেষে মাঠে নামতে বাধ্য হয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

ভয়ঙ্কর যোগীরাজ্য, ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে গলা কেটে হাত-পা ভেঙে খুন

লখনউ: নারীসুরক্ষার নামে মস্ত প্রহসন যোগীরাজ্যে। ধর্ষকদের কার্যত স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ। অপহরণের পরে ধর্ষণ আর খুন করা হল ৫ বছরের শিশুকে। বাড়ির কাছেই পাওয়া গেল হাত-পা ভাঙা গলাকাটা মৃতদেহ। বাহরাইচে দিন দুয়েক আগে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন এক নাবালিকা। অনেক খুঁজেও না পেয়ে অবশেষে বাড়ির লোক নাবালিকাকে অপহরণ করার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন থানায়। ৩ জন এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে জানানো হয়েছিল। সোমবার বাড়ির কাছে একটি বাগান থেকে উদ্ধার হয় ৫ বছরের ওই কিশোরীর ক্ষতবিক্ষত দেহ। কিশোরীর সারা দেহে ছিল ভয়ঙ্কর নৃশংসতা এবং আঘাতের চিহ্ন।

পুলিশ জানিয়েছে , নির্যাতিতা নাবালিকার হাত ও পা ভাঙা অবস্থায় ছিল। শুধু তাই নয়, নাক বালি ও আঠা দিয়ে বন্ধ করা ছিল। অপহরণকারীরা কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করেছে বলে পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে।

বাহরাইচের মিহিরপুরার সার্কেল অফিসার হর্ষিতা তিওয়ারি এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাকিরা কোথায় বা কবে গ্রেফতার করা হবে এই নিয়ে যদিও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

কিন্তু এদিনের এই মর্মান্তিক ঘটনার ফলে উত্তরপ্রদেশে নারী সুরক্ষা ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে। যোগীর রাজ্যে একাধিক ধর্ষণ ও নারীদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ প্রতিদিনই থাকছে সংবাদ শিরোনামে।

বাংলার দম্পতিকে পুলিশি নির্যাতন বেঙ্গালুরুর থানায়

বেঙ্গালুরু: এবার বেঙ্গালুরুতে। বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দম্পতিকে নির্যাতন করা হল থানায়। এক ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে কাজ করতেন সুন্দরী বিবির তাঁর স্বামী আর্বজনার ফেলার গাড়ি চালান। হিরের আংটি চুরির অভিযোগে বর্তুল থানায় ডেকে পাঠানো হয় সুন্দরী ও তাঁর স্বামীকে। তারপরেই দু'জনকেই মারধড় করে পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম জানিয়েছেন, সবরকম আইনি সাহায্য দেওয়া হবে ওই দম্পতিকে।

স্ত্রীরোগ বিভাগের ফুটেজ চুরি মোদিরাজ্যে

আমেদাবাদ: ছিঃ! লজ্জাজনক ঘটনা মোদিরাজ্যে। রাজকোটের হাসপাতালে সিসিটিভি ক্যামেরার পাসওয়ার্ড হ্যাক করে ফুটেজ চুরি করে আন্তর্জাতিক পর্নোগ্রাফি চক্রের কাছে পাচার করছিল একটি চক্র। হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগে চিকিৎসাধীন মহিলাদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত মুহূর্তের ফুটেজ সংগ্রহ করে তা কালোবাজারিও করছিল অভিযুক্তরা। বেশ কয়েক মাস আগে ধরা পড়ে যায় কয়েকজন অভিযুক্ত। জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রে উঠে এসেছে, হাসপাতালের পাশাপাশি স্কুল, অফিস, সিনেমা হল, কারখানা এমনকী বেশ কিছু বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও টেলিগ্রাম অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করে ৪ হাজার টাকা পর্যন্ত দরে বিক্রি করা হত। দিল্লি-মুম্বইয়ে ছড়িয়ে পড়ত সেই ফুটেজ।

১০ বছরের মেয়ের মাথার দাম ১৪ লক্ষ টাকা?

ভোপাল: এও কি সম্ভব? ১০ বছরের বালিকার মাথার দাম ১৪ লক্ষ টাকা। সে আবার মাওবাদী নেত্রী? বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের বলাঘাটে সুনীতা নামে এক মাওবাদীর আত্মসমর্পণের দৃশ্যের ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরেই তোলপাড় গোটা রাজ্য। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, হাতে বন্দুক নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে সুনীতা। কিন্তু সেই ছবি দেখেই সুনীতার বয়স নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। প্রশ্ন

উঠেছে, সুনীতার বয়স ঠিক কত? কেউ বলছে ১০। কারও মতে ২৩। প্রশ্ন উঠেছে, সুনীতা আসলে কোন মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল? কতগুলো ফৌজদারি মামলা ছিল তার বিরুদ্ধে? কবে থেকে? সুনীতার আত্মসমর্পণে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের আদৌ কী ভূমিকা ছিল? মোদ্দা কথা, সুনীতা কি সত্যিই মাওবাদী ছিল। নাকি পুরো ঘটনাটাই সাজানো? সরকারিভাবে অবশ্য বলা হচ্ছে সুনীতার বয়স ২৩।

মহিলাদের জন্য বছরে ৩০ হাজার

পাটনা: ক্ষমতায় এলে বিহারে মহিলাদের বছরে ৩০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। ঘোষণা করলেন, বিহারের মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বী যাদব। প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'মই বহিন যোজনা'। বৃহস্পতিবারই প্রথম দফার ভোটগ্রহণ বিহারে।

দেশ বিদেশ

5 November, 2025 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গত মাসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক ট্রাকচালককে গ্রেফতার করে এফবিআই। তাঁর বিরুদ্ধে ক্যালিফোর্নিয়ার রাস্তায় মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে তিন ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ ওঠে। তদন্তে জানা গেল, ভারতীয় যুবক মদ্যপ ছিলেন না। তবে হত্যাকাণ্ডের মামলা চলবে

হাসিনার আত্মীয় সেনাপ্রধান ওয়াকার মার্কিন চর হয়ে সরকার ফেলার নেপথ্যে!

বিস্ফোরক অভিযোগ বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালের

ঢাকা : বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশ ছাড়তে বাধ্য করার নেপথ্য রহস্য ফাঁস! এই বিষয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে হাসিনা জমানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, গোটা ঘটনায় মূল ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। যাঁকে মাত্র কয়েকমাস আগেই সেনাপ্রধানের পদে বসিয়েছিলেন শেখ হাসিনা নিজেই। সম্পর্কে যিনি হাসিনার আত্মীয়। স্বভাবতই এই অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে।

২০২৪-এর ২৩ জুন সেনাপ্রধান পদে নিযুক্ত করা হয় ওয়াকারকে। হিংসাত্মক গণবিক্ষোভের জেরে হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন ৫ অগাস্ট। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, অভিযোগ উঠছে বর্তমান সেনাপ্রধানই এই ভয়ঙ্কর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআই-এর নির্দেশে। কারণ হাসিনার আত্মীয় ওয়াকার সিআইএ-র হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে চরবৃত্তি করেছিলেন। অগাস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল, ওয়াকারই

হাসিনাকে চাপ দিয়েছিলেন দ্রুত বাংলাদেশ ছাড়তে। নচেৎ তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। এতদিন পর এবার অকথিত ষড়যন্ত্রের কাহিনি উঠে এসেছে হাসিনা-জমানায় বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা আওয়ামি লিগের প্রথম সারির নেতা আসাদুজ্জমান খান কামালের বক্তব্যে। কামালের ইন্টারভিউ নিয়ে একটি বই প্রকাশ হতে চলেছে। সাংবাদিক সহিদুল হাসান খোকন, দীপ হালদার এবং জয়দীপ মজুমদারের লেখা 'ইনশাআল্লা বাংলাদেশ : দ্য স্টোরি অব অ্যান আনফিনিশড রেভলিউশন' শীর্ষক বইটি যদিও এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। তবে জাগারনাট পাবলিশার্সের বইটির অংশবিশেষ ইতিমধ্যেই ফাঁস হয়ে গিয়েছে সংবাদমাধ্যমে।

লক্ষণীয়, হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য করার পরে মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার অনেক সামরিক-অসামরিক কর্তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করলেও সেনাপ্রধান ওয়াকারকে কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। এই ব্যাপারে বহু জল্পনা-কল্পনা চললেও বহাল তবিয়তে রয়েছেন হাসিনা জমানার সেনাপ্রধান। সফর করছেন একের পর এক দেশ। সূত্রের দাবি, আসাদুজ্জামান মন্তব্য করছেন, দীর্ঘদিন ধরেই সিআইএ চক্রান্ত করছিল হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার। কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি ওয়াকারও রয়েছেন সিআইএর পকেটে। আমাদের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা বাহিনী, বাংলাদেশ গোয়েন্দা বিভাগের ডিজি, প্রিন্সিপ্যাল সিভিলিয়ান ইনটেলিজেন্স এজেন্সি, জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগ— কেউই ওয়াকারের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে সতর্ক করেনি প্রধানমন্ত্রীকে।

মৌলবাদী চাপে বেনজির সিদ্ধান্ত ইউনুস সরকারের

ঢাকা : বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সঙ্গীত এবং শারীরশিক্ষার শিক্ষকের পদে নিয়োগ বাতিল করল ইউনুস সরকার। এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের একাধিক মৌলবাদী গোষ্ঠীর চাপে নেওয়া হয়েছে বলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কারণ এ-ধরনের একাধিক গোষ্ঠী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শারীরশিক্ষা এবং সঙ্গীতের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধের দাবি তুলেছিল। সেই চাপে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার মেনে নিয়েছে এই দাবি। ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তের জেরে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রক ঘোষণা করেছে, নতুন নিয়োগে সঙ্গীত এবং শারীরশিক্ষার সহকারী শিক্ষকের পদগুলি বাদ দেওয়া হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফে মাসুদ আখতার খান বলেন, যদিও গত অগাস্টে জারি করা নিয়মগুলিতে চারটি বিভাগের পদ ছিল, সংশোধনীতে দুটি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন নিয়মে সঙ্গীত এবং শারীরশিক্ষার সহকারী শিক্ষকের পদ নেই। প্রসঙ্গত, সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের একটি গোষ্ঠীর প্রধান সৈয়দ রেজাউল করিম সরকারের কাছে দাবি করেছিলেন, আপনারা সঙ্গীত আর শারীরশিক্ষক নিয়োগ করতে চান? তারা কী শেখাবে? আপনারা আমাদের সন্তানদের অসম্মানজনক, বিশৃঙ্খল এবং চরিত্রহীন করতে চান? আমরা কখনও তা সহ্য করব না। পাশাপাশি তিনি হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, 'ইসলামপ্রেমী মানুষ' তাদের দাবিগুলি উপেক্ষা করা হলে রাস্তায় নামবে। ওই হুমকির পরই পিছু হটল ইউনুস সরকার।

পালানোর চেষ্টা, অভিযুক্তদের পায়ে গুলি করে ধরল পুলিশ

কোয়েম্বাটুর : তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর বিমানবন্দরের কাছে এক কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ করার ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে তিন জনকে। গ্রেফতার প্রক্রিয়া চলার সময় অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করলে তাদের পায়ে গুলি চালানো হয় বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন কোয়েম্বাটুরের পুলিশ কমিশনার সারাভানা সুন্দর। ঘটনার সময় এক কনস্টেবলও আহত হয়েছেন বলে তিনি জানান। এদিন ভোরে থুদিয়ালুরের কাছে ভেল্লাকিনার থেকে গণধর্ষণে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়।

কোয়েম্বাটুরে ছাত্রীর গণধর্ষণ

রবিবার কোয়েম্বাটুর বিমানবন্দরের কাছে এক এমবিএ পড়ুয়াকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। প্রেমিককে মারধর করে গাড়ি থেকে নামিয়ে ওই তরুণীকে অপহরণ করে ধর্ষণ করা হয়। এই ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করায় তিন অভিযুক্তের পায়ে গুলি করে পুলিশ। এদিন পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, কোয়েম্বাটুর শহরের ভেল্লাকিনার এলাকা থেকে অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করছিল। সেই সময়ে পুলিশ তাদের পায়ে গুলি করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনায় গুনা, কারুপ্পাস্বামী এবং কার্তিক ওরফে কালীশ্বরন নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের আপাতত চিকিৎসার জন্য কোয়েম্বাটুরের সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিনের ওই এনকাউন্টারে একজন হেড কনস্টেবলও আহত হয়েছেন।

■ ধর্মনগর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজেপি এবং সিপিএমের ৩০ জন সক্রিয় সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।

একটাও ন্যায্য নাম বাদ দিয়ে দেখুক বিজেপি!

(প্রথম পাতার পর)

তখন কি নাম বাদ যাবে? না, আমরা তাই তৃণমূল হেল্পডেস্ক করে দিয়েছি। ওরা সাহায্য করবে। আধার কার্ডের সঙ্গে আর কোন কোন নথি গ্রহণযোগ্য এদিন তা বুঝিয়ে বলেন নেত্রী। বলেন, একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস পাশে আছে। এরপরই কারও নাম না করে বিজেপিকে তুলোধোনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ২০২৪ সালে কোন লিস্টে জিতেছিল বিজেপি? যদি সেই তালিকা ঝুটা হয়, তবে কেন্দ্রের সরকারও ঝুটা। নেত্রীর প্রশ্ন বিজেপি-শাসিত অসমে এসআইআর হল না কেন? বাকি ভোটমুখী যেসব রাজ্যে বিরোধী রয়েছে বেছে বেছে সেসব রাজ্যে এসআইআর করছ? কেন? তাঁর কথায়, মনে রাখবেন বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি হয় না। উর্দু বললেই সে পাকিস্তানি না। যে যেখানে কাজ করতে যাচ্ছে সবাইকে বাংলাদেশি বলা হচ্ছে। এই মূর্খ, অর্ধশিক্ষিতদের মাথায় কিছু ছিল না। স্বাধীনতার ইতিহাস এরা জানে না। স্বাধীনতার সময় এরা কোথায় ছিল? আগে তো বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত একই ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যার যেখানে যাওয়ার গিয়েছে।

এরপরই বিজেপির ভোটরাজনীতির কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, ওদের জমিদার বললে কম হবে, ওরা লুটেরা। ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে। মানুষকে চোর বলে। মনে রাখবে সবসময় তোমরা ক্ষমতা থাকবে না। এরপরই নাম না করে গদ্দার-শাহকে তোপ দেগে নেত্রী বলেন, বিজেপি ভোটে নয়, নোটে জেতে। ওদের কত বাবু, বড়বাবু, ছোটবাবু... আমি চেয়ারকে সম্মান করি। কিন্তু দালালিরও একটা সীমা থাকে। অত্যাচারের সব সীমা তো আপনারা পার করে ফেলেছেন। ম্যাপিংয়ে বহু ভোটারের নাম সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এরপরই তাঁর প্রশ্ন, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বাংলায় শেষ এসআইআর হয়েছিল। তারপর ২ বছর ভোট ছিল না। আজকে হঠাৎ কেন মোদিবাবু আর অমিত শাহকে খুশি করতে কুর্সিবাবু ইতিহাস তৈরি করতে চলেছেন! কেন ভোটের পর এসআইআর হচ্ছে না, সে প্রশ্নও তোলেন তিনি। ৭ বার সাংসদ, ৩ বারের মুখ্যমন্ত্রী, ৪ বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পর প্রমাণ দিতে হবে আমি বাংলাদেশি নই, প্রশ্ন তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২ কোটি ভোটারের নাম কাটার চক্রান্ত চলছে, এমনই অভিযোগ তুলে ফুঁসে উঠলেন তিনি। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, অসমে এসআইআর হল না কেন? এদিন সে-প্রশ্নও তোলেন তৃণমূল নেত্রী।

বিজেপিকে শূন্য করার ডাক

(প্রথম পাতার পর)

বলেন, এসআইআরের ভয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, সকলের ভোটার লিস্টে নাম ছিল। এর প্রতিবাদে আমরা দিল্লি যাব। বাংলার কী ক্ষমতা সেদিন বুঝবে বিজেপি। আগে মানুষ বাছত সরকার, এখন সরকার বাছছে ভোটার। যখন যাকে খুশি বাংলাদেশি বলে বের করে দেওয়া হচ্ছে, এটা চলতে পারে না। একুশে জুলাই-এর ইতিহাস মনে করিয়ে অভিষেকের বক্তব্য, ২১ জুলাই তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিল ১৩ জন। আবার যদি ভোটাধিকারের লড়াইয়ে প্রাণ দিতে হয় আমরা পিছপা হব না। দিল্লির কাছে বশ্যতা স্বীকার করব না। বিজেপির কাছে মাথা নত করব না।

তাঁর কথায়, আমরা বলেছিলাম, একশো দিনের টাকা দিল্লিতে গিয়ে কেড়ে আনব। না হলে নিজেরা ব্যবস্থা করব। আমাদের টেনে হিঁচড়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তোমরা ভাবো, হাতে ক্ষমতা আছে যা খুশি তাই করব। ইডি, সিবিআই, আয়কর, কমিশন, প্যারামিলিটারি ফোর্স নিজেদের মতো করে ব্যবহার করছে। কিন্তু এখনও বাংলার ক্ষমতা তোমরা দেখোনি। মতুয়া-রাজবংশীদের সতর্ক করে অভিষেক বলেন, এঁদের ফাঁদে পা দেবেন না। অসমে হিন্দুদের যা হয়েছে, আপনাদেরও সেই পরিণতি করবে। কোনও মতুয়াকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করতে দেব না। ৮০০ টাকায় মতুয়া মহাসংঘের কার্ড আসলে আইওয়াশ।

অভিষেক বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন এনআরসি করতে দেবেন না। ওরা পারেনি। এবারও বলছি, এসআইআর নিয়ে ভয় পাবেন না। তৃণমূলের সৈনিকরা রাস্তায় আছে। যে কোনও সমস্যায় পাশে পাবেন তৃণমূলকে। এই যে হঠাৎ ঘোষণা করে দিল ৫০০ টাকার নোট চলবে না। হঠাৎ বলে দিল আধার কার্ড রেশন কার্ড বৈধ নয়। অমিত শাহ বলেছেন দেশে না জন্মালে ভোটাধিকার নেই। তাহলে কি লালকৃষ্ণ আদবানির ভোটাধিকার ছিল না? তাঁর জন্ম তো করাচিতে। তাই ২০২৬-এর লড়াই শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করার লড়াই নয়, আগামীর লড়াই বিজেপিকে শূন্য করার লড়াই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্টেথোস্কোপ

5 November, 2025 • Wednesday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
৫ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

মিষ্টি আলুতে থাকে ভিটামিন এ, সি এবং বিটা-ক্যারোটিন আর মুসুর ডালে থাকে প্রোটিন এবং আয়রনের চমৎকার উৎস যা ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। তাই শীতকালে শিশুকে এই দুটি খাবারই খাওয়াতে পারেন নিয়মিত

শিশুর শরীরে শীতের ছোঁয়া

শিশুর কোমল শরীরে শীতের হিমেল স্পর্শ সবসময় সুখকর হয় না। কেননা শীতের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে নেমে আসে সংক্রমণের ভয়! এমন কিছু বিরলতম সংক্রমণ রয়েছে যাদের নামও অনেক অভিভাবকই জানেন না। জরুরি জনসচেতনতা। সেই নিয়ে প্রথম পর্বের আলোচনায় **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

শীতের প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে শীতের আনন্দের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বিপদের হাতছানি, যা শিশুর শ্বাসনালি ও সংক্রামক রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। সাধারণ সর্দি, ফ্লু এবং নিউমোনিয়ার মতো রোগ এখানে বেশি প্রাধান্য পেলেও আছে এমন বেশকিছু বিরল সংক্রমণ যা শিশুর জীবনহানি পর্যন্ত ঘটাতে পারে। এসব রোগ প্রায়ই পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব, নির্ণয়ের জটিলতা এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের কারণে গুরুত্ব পায় না অথচ সেগুলো যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এবং 'বিরল' বলা হলেও শীতকালে এর প্রাদুর্ভাব বেশ বেড়ে যায়।

মেনিনজাইটাইডিসের প্রাদুর্ভাব

মেনিনজোকক্যাল ডিজিজ হল একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ— নেইসেরিয়া মেনিনজাইটাইডিস ব্যাকটেরিয়া এই রোগ ঘটায়। এটি মেনিনজাইটিস বা সেপটিসিমিয়ার মতো জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। রোগটি হঠাৎ করে জ্বর, চামড়ায় ফুসকুড়ি, ঘাড় শক্ত হওয়া এবং স্নায়বিক ও মানসিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। দ্রুত অগ্রগতি ঘটলে শক বা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। কিছু মানুষ তাদের নাক ও গলায় ওই ব্যাকটেরিয়া বহন করে, কিন্তু তারা অসুস্থ হয় না। তবে, এরা অন্যদের কাছে এটি ছড়িয়ে দিতে পারে। ঝুঁকি বাড়ায় এমন কিছু কারণের মধ্যে রয়েছে— ঘন বসবাসের পরিবেশ, ধূমপান, সাম্প্রতিক ভাইরাল সংক্রমণ এবং দুর্বল ইমিউন সিস্টেম বা স্প্লিন (প্লিহা) সমস্যা।

■ **শীতকালে বিরল হওয়ার কারণ** : ভারতে সাধারণভাবে এ রোগের স্থানীয় প্রাদুর্ভাব কম। তবে শীতকালে বিশেষ করে উত্তর ভারতের শহরগুলিতে কখনও কখনও আক্রমণ দেখা যায়। শিশুদের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে, আর দ্বিতীয় প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায় ১৫-২৪ বছরের যুবকদের মধ্যে। তবে ব্যতিক্রম বড়দেরও হয়ে থাকে। ঠান্ডা আবহাওয়া এবং ঘরের ভিড়ের কারণে ড্রপলেট সংক্রমণ সহজ হয়। শীতকালে তাই কখনও কখনও এর প্রাদুর্ভাব বেশি ঘটে।

■ **প্রতিরোধ ও চিকিৎসা** : ভ্যাকসিনেশন সম্ভব, যদিও ভারতে এটি এখনও নিয়মিত অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে পাওয়া যায়। রোগের প্রাথমিক সময়ে অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি খুব কার্যকর। শীঘ্রই হাসপাতালে ভর্তি করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ রোগের অগ্রগতি দ্রুত এবং জীবনঘাতী হতে পারে।

পারভোভাইরাস বি১৯ সংক্রমণ

পারভোভাইরাস বি১৯ একটি ভাইরাসজনিত রোগ, যা শিশুর মুখে ফিফথ ডিজিজ বা এরাইথেমা ইনফেক্টিওসাম। যা দেখতে ঠিক গালে চড় মারার পর যেমন লালচে গোলাপি দাগ তৈরি হয় তেমনি লাগে এবং ফুসকুড়ির আকারে দেখা যায়। এর সঙ্গে জ্বর, বড়দের ক্ষেত্রে জয়েন্টে ব্যথা এবং হালকা শ্বাসনালির সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন যাঁরা দুর্বল এবং গর্ভবতী। বিরল ক্ষেত্রে, যেখানে শিশুর রক্তের পূর্ববর্তী সমস্যা থাকে, সেখানে এটি এপ্লাস্টিক ক্রাইসিস, যখন কিছু সময়ের জন্য লোহিত রক্তকণিকার সৃষ্টি থেমে যায় অর্থাৎ একপ্রকার রক্তশূন্যতার মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

■ **শীতকালে বিরল হওয়ার কারণ** : প্রাথমিক ক্ষেত্রে ভাইরাসটি ছোঁয়াচে, প্রধানত হাঁচি, কাশি কিংবা থুতুর ছিটে মারফত ছড়ায়। তবে অনেক সময় রক্তের মধ্য দিয়েও সংক্রামিত হতে পারে; গর্ভবতীর মায়ের কাছ থেকে সন্তানের দেহে প্রবেশ করে। এর প্রাদুর্ভাব শীত ও বসন্তের সময় সর্বাধিক হয়। ভারতীয় শিশুর ক্ষেত্রে এটি প্রায়ই হালকা ফুসকুড়ির মতো অন্যান্য রোগের সঙ্গে মিলিয়ে সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয় না, তাই বাস্তবিক সংখ্যা কম মনে হয়। শীতকালে এ রোগের কেস বেশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেখা যায়। বিশেষ করে ৫-১৫ বছর বয়সের মধ্যে বাচ্চাদের বেশি লক্ষ করা যায়।

■ **প্রতিরোধ ও চিকিৎসা** : এই রোগের কোনও ভ্যাকসিন নেই। প্রধানত সহায়ক বিশ্রাম, পর্যাপ্ত জলপান, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও সাবধানতা মেনে চলা। রোগ সাধারণত ১-২ সপ্তাহের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সেরে যায়। গর্ভবতী মহিলাদের সঙ্গে সংস্পর্শ এড়ানো জরুরি, কারণ এটি ভ্রূণের জন্য রক্তশূন্যতার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

হাত, পা ও মুখের অসুখ

ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে হ্যান্ড, ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ। এই রোগ সাধারণত কক্সস্যাকি ভাইরাস বা এন্টেরোভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হয়। শিশুদের মধ্যে এটি জ্বর, মুখে ফোড়া বা চুলকানো ক্ষত এবং হাত ও পায়ের ফুসকুড়ির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বিরল ক্ষেত্রে এটি মেনিনজাইটিস বা এনসেফালাইটিসের মতো গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

■ **শীতকালে বিরল হওয়ার কারণ** : এটি মূলত গ্রীষ্মকালীন রোগ হিসেবে পরিচিত। তবে ভারতের কিছু অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণের শীতল ও আর্দ্র স্থানগুলোতে শীতকালে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। এই সময় শিশুদের

মধ্যে ঘরের ভিতরের সংক্রমণ এবং অনেকক্ষেত্রেই ঘন বসতির কারণে এই ভাইরাস সহজেই ছড়ায়। 'এন্টেরোভাইরাস ৭১' নামে যে স্ট্রেন রয়েছে, তার লক্ষণ সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর হতে পারে। শীতকালে কখনও কখনও সঙ্কুচিত মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানত ৬ মাস থেকে ৫ বছরের শিশুদের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়।

■ **প্রতিরোধ ও চিকিৎসা** : পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই এর সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক। নিয়মিত হাত ধোয়া, ব্যক্তিগত জিনিস আলাদা রাখা। আক্রান্ত শিশুকে অন্যদের থেকে দূরে রাখা। মনে রাখবেন, এই রোগের জন্য নির্দিষ্ট অ্যান্টিভাইরাস নেই; তবে দুশ্চিন্তার কারণ নেই, সাধারণত ৭-১০ দিনের মধ্যে লক্ষণ স্বাভাবিকভাবে কমে যায়। উপরিউক্ত প্রতিটা সংক্রমণের ক্ষেত্রেই জরুরি গণসচেতনতা।

মাঠে ময়দানে
5 November, 2025 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিসিসিআই কর্তাদের ভয়ে দুবাইয়ে আইসিসি বৈঠক এড়ালেন মহসিন নকভি

রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ

ভারত 'এ' দলে অভিষেক-বৈভব

মুম্বই, ৪ নভেম্বর : এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স প্রতিযোগিতার জন্য ভারত 'এ' দলে ডাক পেল বৈভব সূর্যবংশী। অধিনায়ক জিতেশ শর্মা। দলে আছেন অভিষেক পোড়েলও। ১৪ বছরের বৈভব ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ এবং 'এ' দলের হয়ে দুর্দান্ত খেলেছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুব ওয়ান ডে-তে মাত্র ৫২ বলে সেঞ্চুরি করেছে। ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরিও রয়েছে তার। বাংলার অভিষেক আইপিএল, রঞ্জি ট্রফি-সহ ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। বৈভব, অভিষেক ছাড়া দলে রয়েছেন নমন ধীর, প্রিয়াংশ আর্য, নেহাল ওয়াধেরা, আশুতোষ শর্মা, যশ ঠাকুরের মতো উঠতি ক্রিকেটাররা। ১৪ নভেম্বর দোহায় শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স। ফাইনাল ২৩ নভেম্বর। 'বি' গ্রুপে ভারতের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমান। প্রথম দিন আমিরশাহির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ বৈভবদের। ১৬ নভেম্বর প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এদিকে, অনূর্ধ্ব ১৯ চ্যালেঞ্জার ট্রফিতে বিভিন্ন দলে রয়েছেন বাংলার পাঁচ ক্রিকেটার যুধাজিৎ গুহ, সায়ন পাল, অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়, রোহিত দাস এবং চন্দ্রহাস দাস। 'সি' দলে রয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র অনভয়।

নেই অশ্বিন

সিডনি : প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসাবে বিগ ব্যাশে খেলা হচ্ছে না রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। কারণ হাঁটুর চোট। ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে বিগ ব্যাশ। চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। অশ্বিনের খেলার কথা ছিল সিডনি থান্ডারের হয়ে। টুর্নামেন্ট খেলার জন্য প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তখনই হাঁটুতে চোট পান। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করতে হবে।

যশস্বী ১৫৬

জয়পুর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি সারছেন যশস্বী জয়সওয়াল। মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরির পর, দ্বিতীয় ইনিংসে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন তিনি। ১৭৪ বলে ১৫৬ রানের ইনিংস খেলে আউট হন যশস্বী। ম্যাচটা অবশ্য ড্র হয়েছে। প্রসঙ্গত, আগামী ১৪ নভেম্বর ইডেনে শুরু হবে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্ট।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ মাঠে ম্যান সিটি ও বার্সা

ম্যাঞ্চেস্টার, ৪ নভেম্বর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বুধবার মাঠে নামছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ঘরের মাঠে পেপ গুয়ার্দিওলার দলের প্রতিপক্ষ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। যা আবার গুয়ার্দিওলার অন্যতম সেরা অস্ত্র আর্লিং হালান্ডের পুরনো ক্লাব। জার্মান ক্লাব থেকেই ম্যান সিটিতে যোগ দিয়েছিলেন হালান্ড। তার আগে ডর্টমুন্ডের জার্সিতে আড়াই মরশুম খেলেছেন তিনি। ৮৯ ম্যাচে ৮৬ গোল এবং ১৯ অ্যাসিস্ট রয়েছে তাঁর নামের পাশে। এবার পুরনো দলের বিরুদ্ধে হালান্ড কেমন খেলেন, সেটাই দেখার।

এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৩ ম্যাচ খেলে ৭ পয়েন্ট পেয়েছে ম্যান সিটি। ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচটা জিততে পারলে, লিগ টেবিলের প্রথম তিনে উঠে আসবে তারা। হালান্ড নিজেও দারুণ ফর্মে রয়েছেন। এবারের প্রিমিয়ার লিগে ১০ ম্যাচে করেছেন ১৩ গোল। ফলে ডর্টমুন্ড ম্যাচেও তিন পয়েন্টের জন্য হালান্ডের উপরেই ভরসা রাখছেন গুয়ার্দিওলা।

হালান্ডের দিকে তাকিয়ে সিটি।

জেতার জন্য শুরু থেকে ঝাঁপাবে ডর্টমুন্ডও। ৩ ম্যাচ খেলে সিটির সমান ৭ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। তবে গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে একটা ধাপ উপরে রয়েছে।

এদিকে, লা লিগায় এলচেকে হারানোর ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই ফের মাঠে নেমে পড়তে হচ্ছে বার্সেলোনাকে। অ্যাওয়ে ম্যাচে লামিনে ইয়ামালদের প্রতিপক্ষ বেলজিয়ামের ক্লাব ব্রুগা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খুব একটা ভাল ফর্মে নেই বার্সেলোনা। ৩ ম্যাচে খেলে মাত্র ৬ পয়েন্ট পেয়েছে কাতালান জায়ান্টরা। বুধবার রাতের ম্যাচটা তাই হ্যান্সি ফ্লিকের দলের কাছে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। বার্সা কোচের জন্য সুখবর, আগের ম্যাচেই চেনা ফর্মে ফিরেছেন ইয়ামাল। তিন ম্যাচের খরা কাটিয়ে গোলও করেছেন। এছাড়া দারুণ ফর্মে মার্কাস র‍্যা শফোর্ডও। তাই অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও শুরু থেকেই তিন পয়েন্টের জন্য ঝাঁপাবেন ফ্লিকের ফুটবলাররা।

ব্যর্থ শামি, এক পয়েন্ট বাংলার

রান পেলেন শাহবাজ।

প্রতিবেদন : প্রথম দুই ম্যাচ সরাসরি জিতে আগরতলায় গিয়েছিলেন অভিষেক পোড়েলরা। আশা ছিল সেখানেও সরাসরি জিতে ৬ পয়েন্ট ঘরে আনবেন। কিন্তু ভাবনার সঙ্গে বাস্তবের অনেক ফারাক থেকে গেল। ড্র ম্যাচে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে পড়ে ১ পয়েন্টেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হল তাদের।

৩৩৬ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করার পর দরকার ছিল ত্রিপুরাকে তার থেকেও কমে গুটিয়ে দেওয়া। যাতে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয়। সেদিকেই গড়াচ্ছিল এই ম্যাচ। একসময় ৫২-২ হয়ে গিয়েছিল ত্রিপুরা। তারপর ৯৩-৬। কিন্তু এরপরও ম্যাচের রাশ দখলে রাখতে পারেনি বাংলা। তৃতীয় দিন হনুমা বিহারী ও বিজয় শঙ্করের পার্টনারশিপ লড়াইয়ে ফিরিয়েছিল ত্রিপুরাকে। তারপর বাংলার তিন পয়েন্ট পাওয়ার আশায় জল ঢেলেছে হনুমা ও অধিনায়ক মণিশঙ্কর মুরাসিংয়ের জুটি। হনুমা ইশান যখন আউট হলেন তখনও ২ উইকেট হাতে নিয়ে ১৬ রানে পিছিয়ে ছিল ত্রিপুরা। কিন্তু মণিশঙ্কর ইনিংস শেষে ১০২ রানে নট আউট থেকে দলকে তিন পয়েন্ট এনে দিয়েছেন। ত্রিপুরা ৩৮৫ রান করেছে। দশ নম্বরে নেমে রানা দত্ত করেন ২৭ রান। ৪৯ রানে পিছিয়ে থেকে বাংলা খেলার শেষে ৩ উইকেটে ৯০ রান করেছে। এই ম্যাচে ২৫ ওভার বল করেও উইকেট পাননি মহম্মদ শামি। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে উইকেট দরকার ছিল তাঁর। কিন্তু আগের দুই ম্যাচে তিনি ১৫টি উইকেট নিয়েছিলেন। তাঁর ভাই কাইফ ৪ উইকেট নিয়েছেন। ইশান ও রাহুল নিয়েছেন ৩ ও ২টি উইকেট। বোলিং ব্যর্থতার সঙ্গে ফিল্ডিংও খুব খারাপ হয়েছে বাংলার। অধিনায়ক অভিষেক উইকেটের পিছনে কয়েকটি ক্যাচ ফেলেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে দুই ওপেনার সুদীপ ঘরামি ও কাজি জুনেইদ ০ রানে আউট হন। শাকির গান্ধী করেছেন ৩ রান। অনুষ্টুপ ৩৪ ও শাহবাজ ৫১ রানে নট আউট থাকেন।

গড়াপেটা রুখতে হেল্পলাইন নম্বর

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে গড়াপেটার অভিযোগে খিদিরপুর ক্লাবের দুই কর্তারা গ্রেফতারিতে উত্তাল ময়দান। কলকাতা পুলিশের পদক্ষেপে স্বস্তিতে আইএফএ। লিগের ম্যাচে গড়াপেটা রুখতে এবার হেল্পলাইন নম্বর চালুর পরিকল্পনা করেছে আইএফএ। ফুটবলার, কোচেদের প্রস্তাব বা চাপ দেওয়ার চেষ্টা হলে তা আটকানোর উপায় হিসেবেই হেল্পলাইন নম্বর চালু করছেন কর্তারা। ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছেন গড়াপেটা নিয়ে। পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পদক্ষেপের জন্য।

ফাইনালে বাংলা

প্রতিবেদন : সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা। মঙ্গলবার অমৃতসরে সেমিফাইনালে মণিপুরের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ৩-২ গোলে জিতল বাংলার খুদেরা। দীর্ঘ ১০ বছর পর ফাইনালে উঠল গৌতম ঘোষের প্রশিক্ষণাধীন দল। বাংলার তিন গোলদাতা সিধু সোরেন, সাগ্নিক কুণ্ডু ও অধিনায়ক ভোলা রাজওয়ার। বৃহস্পতিবার ফাইনালে প্রতিপক্ষ দিল্লি।

গিটার নিয়ে তৈরি, সানিকে জেমাইমা

প্রতিবেদন : সুনীল গাভাসকরের অনুরোধ রাখবেন জেমাইমা রডরিগেজ। মেয়েরা বিশ্বকাপ জিতলে সেমিফাইনাল জয়ের কান্ডারি জেমাইমার সঙ্গে গান গাইতে চেয়েছিলেন গাভাসকর। অবশ্যই যদি রাজি থাকেন জেমি। বিশ্বজয়ের কাজ সারা। এবার কি সানির সঙ্গে গান গাইতে রাজি? বিশ্বজয়ী জেমাইমা মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে উত্তর দিলেন। জানিয়ে দিলেন, গিটার হাতে তিনি তৈরি। ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিও বার্তায় গিটার হাতেই গাভাসকরকে উত্তর দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'জেমি'। তিনি বলেছেন, সুনীল গাভাসকর স্যার, আশা করি আপনার প্রতিশ্রুতি মনে রয়েছে? আমি গিটার নিয়ে প্রস্তুত। আপনার সঙ্গে গান গাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি স্যার। অনেক ভালবাসা।

এখন দেখার সানি-জেমির ডুয়েট কবে দেখা যায়। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১২৭ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন জেমাইমা। উচ্ছ্বসিত গাভাসকর বলেছিলেন, যদি ভারত বিশ্বকাপ জিততে পারে, তাহলে আমি ও জেমাইমা একসঙ্গে একটি গান গাইব। যদি সে রাজি থাকে। তার গিটার থাকবে, আর আমরা একসঙ্গে গান গাইব।

রিচা-দীপ্তিকে সম্মান জানাবে ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা দলের দুই ক্রিকেটার রিচা ঘোষ ও দীপ্তি শর্মাকে সম্মান জানাবে ইস্টবেঙ্গল। বাংলার মেয়ে রিচা ও কয়েক বছর আগে বাংলার হয়েই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে যাওয়া ফাইনালে ভারতের জয়ের অন্যতম কাণ্ডারি দীপ্তিকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল ক্লাব। ভারতের ঐতিহাসিক সাফল্যে দলের দুই গর্বিত সদস্যা রিচা ও দীপ্তিকে অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এক বিবৃতিতে ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই দুই ক্রিকেটারকে তাঁদের সুবিধাজনক সময়ে সংবর্ধনা দেওয়া হবে দেশকে গর্বিত করার জন্য।

সিএবিতে জয় উদযাপন।

হরমনপ্রীত কৌর, রিচাদের ঐতিহাসিক জয় উদযাপন করছে সিএবি। ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সের সামনে হরমনপ্রীতদের অভিনন্দন জানিয়ে বিশাল কাট আউট লাগানো হয়েছে। সিএবি সাজানো হয়েছে জার্সির রঙের নীল আলো দিয়ে। ঘরের মেয়ে রিচাকে আলাদা করে সংবর্ধনা দিতে চায় সিএবি। তবে দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বৃহস্পতিবার রিচা শিলিগুড়ি ফিরছেন। এরপরই তাঁর কলকাতায় আসার কথা।

রোনাল্ডোকে নিয়ে ধোঁয়াশা

রিয়াধ, ৪ নভেম্বর : বুধবার রাতে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচে ফের আল নাসেরের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে এফসি গোয়া। কিন্তু প্রশ্ন হল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর কি ম্যাচ খেলবেন? গোয়ার বিরুদ্ধে মারগাঁয়ে আয়োজিত প্রথম লেগের ম্যাচে রোনাল্ডোকে ছাড়াই খেলেছিল আল নাসের। গোয়া ম্যাচটা হেরেছিল ১-২ গোলে। এবার খেলা রিয়াধে। কিন্তু এবারও রোনাল্ডোর খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখেছে সৌদি ক্লাব। পর্তুগিজ তারকা অবশ্য এই মুহূর্তে দারুণ ফর্মে রয়েছেন। সৌদি লিগের শেষ ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত যদি তিনি গোয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়েন, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রসঙ্গত, ৩ ম্যাচে জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে আল নাসের। অন্যদিকে, গোয়া তিন ম্যাচ খেলে তিনটিতেই হেরেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

5 November, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৫ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

রঞ্জি ট্রফিতে বিহারের হয়ে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ৬৭ বলে ৯৩ রানের ইনিংস বৈভব সূর্যবংশীর

স্বপ্ন দেখা ছেড়ো না : হরমনপ্রীত

ফিরে দেখা বোর্ড–সাক্ষাৎকারে

মুম্বই, ৪ নভেম্বর : দীর্ঘ বছর ধরে এই দিনটার স্বপ্ন দেখছিলেন। বিশ্বকাপ জিতে সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে হরমনপ্রীত কৌরের। এবার নতুন প্রজন্মকে বিশ্বজয়ী অধিনায়কের বার্তা— স্বপ্নকে তাড়া করে যেতে হয়। তাহলে একদিন না একদিন ঠিক সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে।

মঙ্গলবার বিসিসিআইয়ের এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হরমনপ্রীত বলেছেন, যেদিন থেকে সামান্য বোধ হয়েছে, সেই দিন থেকেই ক্রিকেট ব্যাট হাতে তুলে নিয়েছি। মনে পড়ছে, বাবার কিট ব্যাগ থেকে ব্যাট নিয়ে খেলতাম। সেই ব্যাট আবার অনেকটা বড় ছিল। বাবা কেটে ছোট করে দেন। ব্যাট হাতে টিভির সামনে বসে খেলা দেখতাম।

হরমনপ্রীতের সংযোজন, তখন মেয়েদের ক্রিকেট সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোনও ধারণা ছিল না। কিন্তু ওই নীল জার্সি আমাকে টানত। স্বপ্ন দেখতাম, একদিন ওই নীল জার্সি গায়ে চাপিয়ে আমিও খেলছি। তাই এটা আমার কাছে বিশেষ মুহূর্ত। বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক আরও বলেছেন, সবাইকে একটা কথা বলতে চাই, স্বপ্ন দেখা ছেড়ো না। কেউ জানে না, ভাগ্য কবে কাকে কোথায় নিয়ে যাবে। কীভাবে হবে, কবে হবে, কেউ তা জানে না। কিন্তু স্বপ্নকে তাড়া করে গেলে, একদিন সেটা সত্যি হবে। ২০১৭ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছিল। হরমনপ্রীত বলছেন, সেবার ফাইনালে মাত্র ৯ রানে হেরে গিয়েছিলাম। অথচ ম্যাচটা আমাদের মুঠোয় ছিল। সেখান থেকে কীভাবে হারলাম, আজও তার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। কিন্তু দেশে ফেরার পর যে সমর্থন পেয়েছিলাম, তাতে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। হরমন আরও, যেদিন থেকে ক্রিকেট খেলা শুরু করেছি, সেদিন থেকেই বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন তাড়া করে গিয়েছি। এবারের বিশ্বকাপটা জিততে চেয়েছিলাম। ঈশ্বর সেটা পূর্ণ করেছেন। গোটা দেশও অপেক্ষায় ছিল। সবার আশীর্বাদে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। আমাদের সঙ্গে গোটা দেশও খেলেছে।

সেরা দলে স্মৃতি, জেমাইমা ও দীপ্তি

দুবাই, ৪ নভেম্বর : সদ্যসমাপ্ত মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সেরা একাদশে জায়গা হল না বিশ্বজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের! তবে হরমনপ্রীত বাদ পড়লেও, সেরা এগারোতে রয়েছেন ভারতের তিন ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা, জেমাইমা রডরিগেজ এবং দীপ্তি শর্মা। মঙ্গলবার আইসিসি যে দল ঘোষণা করেছে, তাতে অধিনায়ক হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্ট।

ঘোষিত দলে ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার তিনজন করে ও ইংল্যান্ড এবং পাকিস্তানের একজন করে ক্রিকেটার রয়েছেন। এবারের বিশ্বকাপে একটি সেঞ্চুরি ও তিনটি হাফ সেঞ্চুরি-সহ মোট ৪৩৪ রান করেছিলেন স্মৃতি। অন্যদিকে, জেমাইমা সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরি-সহ মোট ২৯২ রান করেছেন। দীপ্তি টুর্নামেন্টের সর্বাধিক উইকেট (২২টি) নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে ২১৫ রান করে বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন।

ঘোষিত দল : লরা উলভার্ট (দক্ষিণ আফ্রিকা), স্মৃতি মান্ধানা (ভারত), জেমাইমা রডরিগেজ (ভারত), মারিজেন কাপ (দক্ষিণ আফ্রিকা), অ্যাশলে গার্ডনার (অস্ট্রেলিয়া), দীপ্তি শর্মা (ভারত), অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া), নাদিন ডি'ক্লার্ক (দক্ষিণ আফ্রিকা), সিদরা নওয়াজ (পাকিস্তান), অ্যালানা কিং (অস্ট্রেলিয়া) ও সোফি একলেস্টোন (ইংল্যান্ড)। দ্বাদশ ক্রিকেটার : ন্যাট শিভার ব্রান্ট (ইংল্যান্ড)।

এই সম্মান ছেলেরা দেয় না : অশ্বিন

চেন্নাই, ৪ নভেম্বর : বিশ্বকাপ জেতার পর হরমনপ্রীত কৌররা যেভাবে তিন প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজ ও অঞ্জুম চোপড়াদের হাতে ট্রফি তুলে দিয়ে সম্মান দেখিয়েছে, তাতে অভিভূত রবিচন্দ্রন অশ্বিন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, ২০১৭ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলে ভারতকে ফাইনালে তুলেছিল হরমনপ্রীত। কিন্তু ইংল্যান্ডের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। ঝুলন-মিতালিরা ওই দলে ছিল। ওরা কোনও দিন বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। কিন্তু এবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে হরমনপ্রীতরা ওদের হাতে ট্রফি তুলে দিল। সিনিয়রদের কৃতিত্ব দিল, সম্মান জানাল। এর জন্য হরমনপ্রীতদের কুর্নিশ জানাই। ভারতের পুরুষ দল কোনও দিন এই কাজ করেনি। অশ্বিন আরও বলেছেন, সংবাদমাধ্যমের সামনে অনেক সময়ই পূর্বসূরিদের সম্মান করার কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে সেটা দেখা যায় না। সবাই বলে এই দলটাই সেরা। তার মানে আগের দল ভাল ছিল না। আমি নিজে এমন অনেক আলোচনার সাক্ষী। প্রসঙ্গত, অশ্বিন সরাসরি কারও নাম নেননি। তবে নিজের ক্রিকেট জীবনে তিনজন অধিনায়কের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন তিনি। মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। তাই নাম না করে কি তাঁদেরকেই খোঁচা দিলেন অশ্বিন?

সাহসী রিচা বাবার আক্ষেপ মেটালেন

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

মাত্র ৪ বছর বয়সের ছোট্ট মেয়েকে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে ভর্তি করে দিয়েছিলেন বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। মেয়ে রিচাকে ক্রিকেটার হিসেবে গড়ে তুলতেই হবে, এমন পণ তিনি না করলেও নিজের জীবনের আক্ষেপ বুকে চেপে রেখেছিলেন মানবেন্দ্র।

শিলিগুড়িতে চুটিয়ে স্থানীয় ক্রিকেট খেলা রিচার বাবা পরে মেয়ের সুবিধার জন্যই সিএবি-তে আম্পায়ারিংয়ের পরীক্ষায় বসেন। সালটা ২০১২। সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে আম্পায়ারিং শুরু করেন মানবেন্দ্র। ৯ বছর বয়সি রিচার ক্রিকেটীয় প্রতিভা তখন বাবার চোখ টেনেছে। স্বপ্ননগরীতে বিশ্বজয়ী মেয়ের স্বপ্নপূরণের সাক্ষী থেকে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে ফিরে মানবেন্দ্র বলছিলেন, রিচা ছোট থেকেই সাহসী, ডাকাবুকো মেয়ে। ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জিতল। তার আগে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জিতেছে। ডব্লপিএল জিতেছে। আর কী চাইতে পারি! আমার স্বপ্ন মেয়ে পূরণ করেছে।

কলকাতায় থেকে মেয়ের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপাত কম করেননি বাবা। মানবেন্দ্র বলছিলেন, ওর তখন বছর চারেক বয়স। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে ভর্তি করে দিই। টেবল টেনিস ব্যাট কিনে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওর তাতে কোনও আগ্রহ ছিল না। আউটডোর গেমস খেলতে চাইত। আমার ব্যাট-বল নিয়েই খেলত। একটু বয়স বাড়ার

কাপ জিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে রিচা।

সঙ্গে ক্লাবে ছেলেদের সঙ্গেই সমানে পাল্লা দিয়ে প্র্যাকটিস করত। স্ট্রোক খেলার সহজাত একটা দক্ষতা ছিল। ব্যাট ফ্লো দেখে তখন অনেকেই বলেছিল, এই মেয়ে অনেক দূর যাবে।

মেয়ের ক্রিকেট ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সিএবি-র ডর্মিটরি এবং কলকাতার হোটেলেও থেকেছেন বাবা। বলছিলেন, রিচা প্রচণ্ড সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, মানসিকভাবে শক্তিশালী। তবু বাবা হিসেবে ভয় হত। এখন অবশ্য ও শুধু আমার মেয়ে নয়। গোটা ভারতের মেয়ে। তবু পরিবারের প্রধান হিসেবে আশঙ্কা তো থাকেই!

সূর্যর চোখ একদিনের দলে, ভরসা রাখছেন ডি'ভিলিয়ার্সে

গোল্ডকোস্ট, ৪ নভেম্বর : তিনি টিম ইন্ডিয়ার টি-২০ অধিনায়ক। তবে একদিনের দল থেকে দীর্ঘদিন হল বাদ পড়েছেন সূর্যকুমার যাদব। ভারতের জার্সিতে সূর্য শেষবার কোনও ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর। যদিও সূর্য এখনও একদিনের দলে ফেরার আশা ছাড়ছেন না। এর জন্য তিনি এবি ডি'ভিলিয়ার্সের টিপস নিতেও তৈরি।

এক সাক্ষাৎকারে সূর্য বলেছেন, যদি এবির সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে ওর কাছে জানতে চাইব, কীভাবে টি-২০ এবং ওয়ান ডে-র মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলত। আমি এটা করতে পারিনি। আমি ভাবতাম, টি-২০-র ঢংয়েই ওডিআইয়ে ব্যাট করা উচিত। তাই আমি এবিকে জিজ্ঞাসা করতাম, কীভাবে ও দুই ফযম্যাটেই এত সফল হল।

সূর্য আরও বলেছেন, এবি যদি এই সাক্ষাৎকার দেখে, তাহলে ওকে বলছি, দয়া করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কর। এবং সেটা তাড়াতাড়ি। কারণ খুব বেশি হলে আর ৩-৪ বছরের ক্রিকেট আমার মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে। আমি আবার একদিনের দলে ফিরতে চাই। তাই এবিকে বলছি, তুমি আমাকে টিপস দাও, কীভাবে দুই ফরম্যাটে একই সঙ্গে সফল হতে পারি।

এদিকে, বৃহস্পতিবার গোল্ডকোস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-২০ খেলতে নামবে ভারত। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ আপাতত ১-১। তাই এই ম্যাচ দুটো দলের কাছেই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। গোল্ডকোস্টে এই প্রথমবার

কাল চতুর্থ টি-২০ ম্যাচ

গোলকোস্টে সতীর্থদের সঙ্গে হালকা মেজাজে সূর্য।

কোনও ম্যাচে খেলবে ভারত। ফলে স্থানীয় দর্শকদের মধ্যে বৃহস্পতিবারের ম্যাচ নিয়ে বেশ উন্মাদনা রয়েছে। সূর্যরাও নতুন মাঠে জিতেই সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে ব্রিসবেন যেতে মরিয়া। তবে এই ম্যাচের আগে সূর্য ও শুভমন গিলের ফর্ম চিন্তায় রাখছে ভারতীয় শিবিরকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলার গর্জন